চমক ভরা ধনতেরাস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 November, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৭ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১৭তম আসিয়ান-ভারত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

রিভিউ ও সেল্ফ ইনস্পেকশনে বাড়ল ১৫ নম্বর, কৃতি তালিকায় ৪র্থ উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দীপ্তনু

পর্ষদের মুখে ঝামা ঘষে দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ নভেম্বর।। ছাই দিয়ে আগুনকে চেপে রাখা যায় না। আগুনের লেলিহান শিখা ছাইকে ভেদ করে বেরোবেই। এই রকম ঘটনাই ঘটলো ত্রিপুরার উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধানসভার অন্তর্গত ৪৫নং বুথের খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের পিন্টু কুমার সাহা ও তুলসী রানী সাহার মেধাবী ছেলে দীপ্তনু সাহার ক্ষেত্রে। দীপ্তনু উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলো।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দীপ্তনু ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারী মেধাবী ছাত্র ছিলো। কিন্তু নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান দখল করে ২০১৯ সালের টেস্ট পরীক্ষায় ৪৭৬ নাম্বার অর্জন করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পিতা পিন্টু কুমার সাহা ও গৃহিনী মাতা তুলসী রানী সাহা সহ উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা, বন্ধু/বান্ধবী, খিলপাড়া গ্রামের শুভানুধ্যায়ীরা অধীর আগ্রহে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০২০র ফলাফলের দিকে তাকিয়ে দীপ্তনুর ফলাফলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দীপ্তনু টেস্ট পরীক্ষার থেকে ৯ নম্বর কম পেয়ে মাধ্যমিকে ৪৬৭ পাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও মা বাবার পরামর্শে দীপ্তনু রিভিউর আবেদন করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথম ৪৬৭

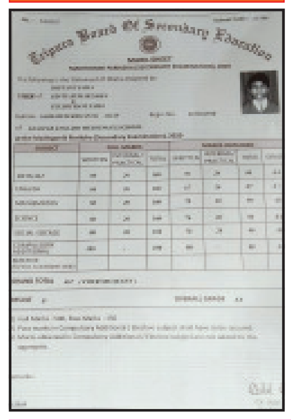

দ্বিতীয় ৪৭৫

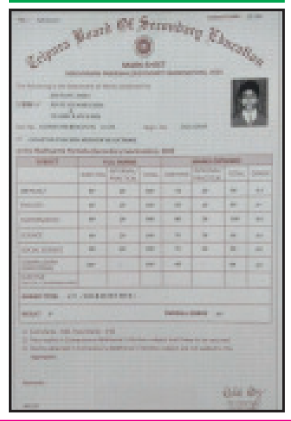

তৃতীয় ৪৮২

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে ভারতীয় খাদ্য নিগমের চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় খাদ্য নিগমের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিভি প্রসাদ। উল্লেখ্য, ভারতীয় খাদ্য নিগমের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিভি প্রসাদ আজ ত্রিপুরা সফরে এসেছেন।

সাক্ষাৎকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহার নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ১২ জন টিএসআর জওয়ান করোনায় আক্রান্ত

আগরতলা, ১২ নভেম্বর (হি.স.)।। বিহার নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে ত্রিপুরায় ফিরে আসার পর ১২ জন টিএসআর জওয়ানের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদেরকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। এমনিতে তাঁরা সুস্থ।

ত্রিপুরা পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ের জনৈক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পেয়ে সাত শতাধিক জন টিএসআর জওয়ান গিয়েছিলেন। তাঁরা গত মঙ্গলবার ত্রিপুরায় ফিরে এসেছেন। তাঁদের নিজ নিজ ব্যাটালিয়নের একান্তবাস স্থানে রাখা হয়েছে।

ওই আধিকারিকের দাবি, বিহার থেকে ফিরে আসার পর করোনা-র সংক্রমণ ছড়ানো আটকানোর প্রশ্নে সকল জওয়ানের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদেরকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, অন্য জওয়ানদের প্রতিনিয়ত নজরদারিতে রাখা হবে। করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি সকলে পালন করছেন, তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, করোনা আক্রান্ত জওয়ানদের মাধ্যমে অন্য জওয়ানদের নিরাপদে রাখার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, কোনও গাফিলতি যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

ভোকাল ফর লোকাল ঃ স্থানীয় সংস্থাকে অগ্রাধিকারে মন্ত্রিসভায় একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ১২ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরার স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভা বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোকাল ফর লোকালের যে স্লোগান দিয়েছেন, সে অনুসারেই ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় স্থানীয় উদ্যোগকে অগ্রসর করতে নীতি গৃহীত হয়েছে। এক ফেসবুক বার্তায় এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যে কোনও স্থানীয় সংস্থা টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে। মোট টেন্ডার মূল্যের ২৫ শতাংশ সঙ্গতি থাকলে তাদের আর্থিক এবং অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত মাপকাঠি শিথিল করা হবে আনুপাতিক হারে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় নতুন পণ্য উতাতদন হলে তা তুলে ধরতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেবে। মোট উতানদিত পণ্যের ১০ শতাংশ সংরক্ষিত করে সেই উদ্যোগকে উতাদহিত করবে ত্রিপুরা সরকার। পূর্বের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও যে কোনও স্থানীয় সংস্থা ট্রায়াল টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দরপত্রের মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত পণ্য বিদ্যমান স্থানীয় সরবরাহকারীকে দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরবরাহকারীদের যদি কোনও অভিযোগ থাকে তা সমাধানের জন্য অর্থ সচিবের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃদ্ধাকে ধর্ষণ অভিযুক্তকে ধরে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। বিশালগড় এর কইয়াঢেপা এলাকায় এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত লম্পটকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম সমীর দাস। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এক অসুস্থ মহিলাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর মহিলাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল ওই লম্পট। ধর্ষণের পর থেকে মহিলা ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন। বিষয়টি ওই মহিলা তার স্বামী এবং এলাকার লোকজনকে জানান। এ বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দোরগোড়ায় শ্যামা পূজা। প্রতিমা তৈরীতে চলছে জোর তৎপরতা। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

আসিয়ান সম্মেলনে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.)।। পূবে তাকাও নীতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে ভারতের সঙ্গে আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির কৌশলগত সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তোলা। এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারত ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিকভাবে একাত্মবোধ অনুভব করে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১৭তম আসিয়ান-ভারত সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে আসিয়ানের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো বলিষ্ঠ করে তোলার ক্ষেত্রে বরাবর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক গুরুত্ব হচ্ছে আসিয়ান এবং ভারতের সঙ্গে সামাজিক, আর্থিক, ডিজিটাল, বাণিজ্যিক, নৌ সম্পর্ককে আরও প্রসারিত করা। বিগত কয়েক বছরে এই সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এই সম্মেলন যে ফারাক রয়েছে তা মেরামতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাড়ে বার লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুটসহ পুলিশের জালে আটক পাচারকারী

আগরতলা, ১২ নভেম্বর (হি.স.)।। সোনার বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন বিষ্ণুপুর সীমান্ত দিয়ে পাচার বাণিজ্য চলছিল। অবশেষে আজ বৃহস্পতিবার একজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা সরে গেলেই পাচারকারীরা এ-পাড়ে চলে আসে। তিনি বলেন, কদমতলা থানাধীন বিষ্ণুপুর এলাকার বাসিন্দা নগেন্দ্র দাস (৫৭)-এর কাছ থেকে ২৪০ গ্রাম

ওজনের একটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। এর বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০০ টাকা।

তাঁর কথায়, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আজ অভিযানে নেমে নগেন্দ্র দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাইসাইকেলে চেপে যাওয়ার সময় তাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। বাইসাইকেলের সিটের নীচে কাপড় দিয়ে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে সোনার বিস্কুট। তিনি বলেন, ২০১৩ সালেও নগেন্দ্র দাস সোনা পাচারের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। তখন তার কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের তিনটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছিল।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের দাবি, বাংলাদেশের মৌলভিবাজার এলাকা থেকে পাচারকারীরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। ওই সোনার বিস্কুট ধর্মনগর মোটর স্ট্যান্ডে অন্য এক পাচারকারীকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল নগেন্দ্র। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, নগেন্দ্র দাস পেশায় কৃষিজীবী। অসমেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংঘবদ্ধ হামলায় মহিলাসহ চারজন আহত কমলাসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার ফুলতলী এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় একই পরিবারের মহিলাসহ চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলতলী এলাকাসহ পার্শবর্তী এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের জালে তুলতে পারেনি পুলিশ।অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কমলাসাগর এর ফুলতলী এলাকার শাহ আলম মিয়ার কাছে অভিযুক্ত মিয়া ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। পরিবারের লোকজনরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ১২ নভেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার কুলাই সেতুর নিজ থেকে এক শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম পরিমল দেবনাথ। তার বাড়ি বিশালগড় থানা এলাকার রাম ছড়া এলাকায়। জানা গেছে প্রায় দু''বছর ধরে রাম ছড়ার পরিমল দেবনাথ নামে ওই যুবক কুলাই সেতুর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান।সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের নজরে আনেন এবং পুলিশকে জানানো হয়।খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সেতুর নিচ থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।কেন ওই শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ম্যাক্স ও স্কর্পিওর সংঘর্ষ, অল্পতে রক্ষা দুই পক্ষের মারধরে উত্তপ্ত আঠারমুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার আঠারমুড়া পাহাড়ের আট নং জাতীয় সড়কে স্করপিও এবং ম্যাক্স গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে অল্পেতে রক্ষা পেল এক বছরের একটি শিশুর প্রাণ। অল্পবিস্তর আহত বেশ কয়েকজন ঘটনায় উত্তেজনা ঘটনাস্থলে। চালক এবং ম্যাক্স গাড়ির মালিক কে বেধড়ক মারধর। অভিযোগ ম্যাক্স গাড়িচালকের। ঘটনার এক ঘন্টা কেটে গেলেও পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের দেখা মেলেনি। বাধ্য হয়ে নিজেরাই আহত ব্যক্তিরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য চলে যান।

ঘটনা জানা যায় একটি স্করপিও গাড়ি করে আমবাসা দিক থেকে আগরতলায় যাচ্ছিল একটি পরিবার। গাড়িতে প্রায় সাত থেকে আটজন লোক হবে। অপরদিকে একটি ম্যাক্স গাড়ি একই রাস্তা ধরে আসছিল। মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৩৪ মাইল শালবাগান এলাকায় গাড়ি দুটি আসতেই ম্যাক্স গাড়িটি স্কোরপিও গাড়ি টিকে বাকের মোরে দ্রুতগতিতে ওভারটেক করতে গিয়ে স্করপিও গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের মায়ের কোল থেকে ১ বছরের শিশুকন্যাটি ছিটকে পড়ে যায় গাড়ির মেঝেতে। আঘাত লাগে তার মাথায়।

অন্যদিকে স্করপিও গাড়িতে থাকা অন্য যাত্রীরা অল্পবিস্তর আহত হয়। গাড়ি থামিয়ে দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা ও চালক ও গাড়িতে থাকা ম্যাক্স গাড়ির মালিককে মারধর করে এমনই অভিযোগ করে ম্যাক্স গাড়ির চালক। তবে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানায় ম্যাক্স গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসেই স্করপিও গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে এবং আহত হয় একটি শিশু।

পরবর্তী সময়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় খবর দিলে থানা বাবুরা আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। পুলিশ আসতে দেরি দেখে এবং সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় পাহাড়ের মধ্যে না থেকে দু''পক্ষই প্রথমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চলে যায় চিকিৎসার জন্য। তবে স্কোরপিও গাড়িতে থাকা পরিবারটি জানায় পরবর্তী সময়ে আইনি সহায়তা নেওয়া হবে।

রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে নবনিযুক্ত টিসিএস আধিকারিকদের দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। রাজ্যের বিকাশে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে নবনিযুক্ত টি সি এস আধিকারিকদের দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। যে কোনও কাজের সমাধানসূত্র দ্রত বের করে তা দ্রত কার্যকর করতে পারাই একজন দক্ষ আধিকারিকের প্রক'ত পরিচয়। সেজন্য তাকে সবসময়ই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। একজন আধিকারিক তার ভালো কাজের মাধ্যমেই মানুষের মনে শ্রদ্ধার স্থান লাভ করতে পারেন।

আজ প্রজ্ঞাভবনে নবনিযুক্ত টি সি এস প্রবেশনারি আধিকারিকদের ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধিকারিকদের যে দায়িত্ব প্রদান করা হবে তা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ

করাই একজন দক্ষ আধিকারিকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই জনগণ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সুফল দ্রত পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব থাকলে সে যেকোনও কাজেই সফলতা পাবেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব থাকায় অনেকগুলি সংস্কারমূলক কাজ সম্পাদন করতে পেরেছেন যা বিগত ৫০ বছরে কোনও কেন্দ্রীয় সরকার তা করতে পারেনি। ভারতবাসী কখনও কল্পনা করতে পারেনি যে কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ নং ধারা বিলোপ করা হবে, কেউ ভাবেনি রামমন্দির নির্মাণের শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে এবং দেশে তিন তালাক প্রথা বিলুপ্ত হবে। কিন্তু দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইতিবাচক মনোভাবের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গত ৩০ মাসে জনকল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিও রূপায়ণ করা হচ্ছে। রাজ্যে স্বচ্ছ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩৮ ◘ ১৩ নভেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২৭ কার্ত্তিক ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দ্রব্যমূল্য

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্যপ্রশাসনের কর্মকর্তারা কোমর বাঁধিয়া ময়দানে নামিয়াছেন।রাজধানীর প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারে সদর মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘনঘন হানাধারী অব্যাহত রাখিয়াছেন।নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রিক মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাতে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার এনফোর্সমেন্ট বাহিনীকে ময়দানের নামিবার নির্দেশ দিয়াছে।আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। এই দুধে ভাতে থাকাটা এখন আমজনতার কাছে কষ্টার্জিত কল্পনা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে ভাত আর আলুসিদ্ধর সংস্থান করিতেও গরিব মানুষ হিমশিম খাইতেছে। আচ্ছে দিন আসার পরিবর্তে মজুতদারি কালোবাজারির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কৃষক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেভাবে কৃষি আইন মোদি সরকার পাশ করিয়াছে তাহা বহু কৃষকের গলায় ফাঁসের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। অতীতে যে কৃষি আইন পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠিতে বাধা হইয়া দাঁড়াইত, নয়া কৃষি আইন ঠিক তার উল্টো পথ তৈরি করিয়া দিয়াছে। রাজনৈতিক স্বার্থেই পুঁজিপতিদের ফায়দা তোলার সুযোগ করে দিয়াছে কর্পোরেট তোষণকারী এই সরকার। আইন পাশ হইতে না হইতেই তাহার কুফল মিলিতে শুরু করিয়াছে। মজুতদারি বাড়ানোর সুযোগ নিতে শুরু করিয়া দিয়াছে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। কৃষিজাত পণ্যের দামও তাই নাগালের বাইরে চলিয়া যাইতেছে। মোদি সরকারের নীতির ধাক্কায় আলু-পেঁয়াজও আর অত্যাবশ্যকীয় নিত্য পণ্য নয়। যে আলুসিদ্ধ ভাত গরিবের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় তা জোগাড়েই নাজেহাল গৃহস্থ। মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানিতে উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি কেন্দ্র। অথচ ভোট দিয়ে মানুষ যাঁহাদের শাসন ক্ষমতায় বসায় তাঁহাদের কাজের মধ্যেই পড়ে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তা হয়নি। অর্থনীতির বেহাল দশার প্রশ্নে তাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবার মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কার কথা আসিয়াছে। যে কোনও সরকারের পতন ঘটাইতে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি যে একটি বড় কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে সে নজির এই দেশেই রয়িয়াছে। কৃষি আইন এখন মোদি সরকারের গলার কাঁটা। তবু হুঁশ নেই শাসকের। তাহাদের নীতির জেরেই পেঁয়াজ অগ্নিমূল্য। যা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে প্রায় নেই। অপরিকল্পিত লকডাউনের ধাক্কায় নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসেরই দাম বাড়িয়াছে। তবু গরিব মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষার কথা না ভাবিয়া দেশের শাসক এখন ভোটের রাজনীতি করিতেই ব্যস্ত। পেঁয়াজের দামের ঝাঁঝে যখন গেরস্তের চোখে জল, মূল্যবৃদ্ধির ছেঁকায় সংসার চালানোই মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে আমজনতার, তখন মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম দেওয়ার পরিবর্তে দেশের শাসকের মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিভিন্ন রাজ্য তখন করিবার। মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচিলে তবে না ভোট! এই সহজ সত্যটুকু অনুধাবনেও তাহারা অপারগ। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে যে সরকার অক্ষম তাহাদের উপর আস্থা কতদিন বজায় রাখিতে পারিবেন সাখারণ মানুষ?

তবে এই পরিস্থিতিতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেনি সাধারণ মানুষ। কেন্দ্রীয় নীতির জেরে যখন কালোবাজারি মজুতদারির পথ প্রশস্ত হইয়াছে ঠিক তখনই কালোবাজারি রুখিতে নয়া নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছে , পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত করিতে পারিবেন না। নির্দেশ অমান্য করিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। শুধু নির্দেশ জারি করিয়া হাত গুটিয়ে বসিয়া নেই সরকার। স্টক চেকিংয়ের কাজও শুরু করিয়াছে। আলু-পেঁয়াজের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রুখিতে বাজার পরিদর্শনে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি)। বাজারে হানা দিয়ে সব্জির দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাও বলিতে শুরু করিয়াছে ইবি। উদ্দেশ্য মজুতদারি রোখা এবং অসাধু চক্রের কার্যকলাপে রাশ টানা। এই কাজটি ধারাবাহিকভাবে চলিলে আশা করা যায় আলু-পেঁয়াজ সহ নানা সব্জির দাম আগামী দিনে কিছুটা হইলেও কমিবে। তাই কাজটি আরও আগে শুরু করিলে ভালো হইত। আড়ত এবং খুচরো বাজার উভয়ক্ষেত্রেই জোরদার অভিযান চালাইলে তাহার সুফল মিলিতে পারে। আলু-পেঁয়াজ সব্জির দাম কমিলে সাধারণ মানুষ কিছুটা নিশ্চিন্তবোধ করিবেন। কোভিড পরিস্থিতিতে তাঁহাদের সেটুকু স্বস্তি দেওয়া জরুরি।

একথা ঠিক, ভোটের রাজনীতি থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা ভোট দিয়ে নেতা বা শাসক নির্বাচন করেন সেই ভোটারদের স্বার্থরক্ষাকে সর্বাধিক

গুরুত্ব দেওয়া সরকারের উচিত। সরকার যদি সঠিক দায়িত্ব পালন না করে তাহলে জনগণ কিন্তু তাহার যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এই কথা সরকার এবং প্রশাসনকে মনে রাখিতে হইবে। অন্যতায় সরকারকে যোগ্য জবাব এর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে তৃণমূল সাংসদের কটূক্তি

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : নন্দীগ্রাম দিবসে ননীগ্রামে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় নেতারা পরোক্ষে কিছু ইঙ্গিত করলেও শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে বিষোদ্গার করেননি। কিন্তু ৪৮ ঘন্টা না কাটতেই নামোল্লেখ না করে তাঁকে উদ্দেশ করে দলের সাংহদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে বললেন "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে পুরসভার কাছে আলু বিক্রি করতিস।" মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় না যাওয়ার দায়ে ইতিমধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলেও তাঁর একাধিক ঘনিষ্ঠ অনুগামীর রক্ষী ছেঁটে দিয়েছে। এতে শুভেন্দু-তৃণমূল সংঘাত আরও কয়েক কদম বেড়ে গেল বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। নন্দীগ্রাম দিবসে শুভেন্দুবাবুর সফল সভা চিন্তায় ফেলেছে তৃণমূলকে। এই পরিস্থিতিতে কল্যাণবাবুর বৃহস্পতিবারের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর অনেকের।

দিন কয়েক আগে কল্যাণবাবু বলেছিলেন,""""মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলেই নন্দীগ্রামে আন্দোলন হয়েছিল। আজকে অনেক বড় হতে পারেন। কিন্তু বড় হলেন কার ছায়ায়, সেটাই বড় ব্যাপার।"""" বৃহস্পতিবার আরও চাঁচাছোলা ভাষায় নাম না নিয়ে শুভেন্দুবাবুকে নিশানা করেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। আর কোনও রাখঢাক রাখেননি কল্যাণবাবু।বলেন, """"হিসাবটা আমরা বুঝে নেব। চলে যা বিজেপিতে। কোনও অসুবিধা নেই। যাবি কংগ্রেসে, চলে যা। তাতেও কোনও অসুবিধা নেই। সিপিএমে যাবি, চলে যা। তাতেও কোনও অসুবিধা নেই। দাদার অনুগামী হলে দাদার সঙ্গে চলে যা। তৃণমূল কংগ্রেস করে বেইমানি করলে বাড়ি ঢুকতে দেব না।""""

এখনও রাজ্যের একাধিক দফতরের মন্ত্রী, দলের বরিষ্ঠ নেতা, এমন একজন রাজনীতিককে দলনেত্রীর সম্মতি না থাকলে যে তুই তুই করে বলা সম্ভব নয়, সেটা সবাই বোঝেন। কল্যাণবাবুর হুঁশিয়ারি, দেখি কত বড়! দেখতে চাই কত হিম্মত রয়েছে! বাংলার মাটিতে দেখতে চাই, কোন দাদার কত অনুগামী? লড়াই করতে এসেছি। লড়ে যাব। লড়াইয়ের ময়দানে এক ইঞ্চিও ছাড়ব না। বেইমানদের আগামী দিনে বুঝিয়ে দেব। এরপর বলেন,""""মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে গাছের তলায় বড় হয়েছিস। ৪টে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিস, ৪ খানা চেয়ারে আছিস। কত পেট্রোল পাম্প করেছিস! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে মিউনিসিপ্যালিটিতে আলু বিক্রি করতিস রে, আলু বিক্রি করতিস।"""" এদিন আবার ঘাটালের সভা থেকে শুভেন্দু কটাক্ষ করেছেন,""""দেখবি, জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি।""""

প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতির ভবিষ্যৎ

প্রবীর মজুদার

মাকিন নির্বাচনের নতুন রেকর্ড গড়লেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। সে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং তার দলেরই বারাক ওবামারেকর্ড ভেঙে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখান তিনি। ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মতো মার্কিন সেনেটর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাইডেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কনিষ্ঠতম সেনেটর। বারাক ওবামার সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা বাইডেন ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৯০, ১৯৯৬, ২০০২ ও ২০০৮ সালে সেনেটর হিসাবে নির্বাচিত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে বাইনে যে ৪৫তম প্রেসিডেন্টকে পরাজিত করলেন সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিহাসে অন্যতম আলোচিত হয়ে থাকবেন তার বিগত আচরণ, কথা বলার ধরন এবং একের পর এক মিথ্যা ভাষণের জন্য। রিপাবলিকান ট্রাম্প যত না রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে বাইডেনের কাছে হেরেছেন, তার থেকেও বড় কারণ তীর ব্যক্তিগত ত্রুটি। স্বদেশ এবং বিদেশনীতির অপরিণতমনস্কতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সারা পৃথিবীর কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল। ট্রামের আবেগী পররাষ্ট্রনীতি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্রপাত যা নিতান্তই

চাপিয়ে দেওয়ার সামিল। ট্রাম্প মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় থেকেই তুরস্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। বিশেষ করে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে বিভিন্ন অজুহাতে তুরস্ককে সিরিয়াতে সংকটে ফেলার জন্য ওবামা সরকারকে দায়ী করে আঙ্কারা। যেমন সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সে দেশের উত্তর- পূর্বাঞ্চলীয় মধ্যপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য ওয়াশিংটন এবং আঙ্কারা একযোগে কাজ করার কথা বলে প্রশিক্ষণের প্রারম্ভেই হস্তক্ষেপ করে সৌদি যুবরা অভিজ্ঞ মহলের ধারণীপরোক্ষভাবে তুরস্ককে সহ আমেরিকা পিছু হঠে। পরে তুরস্কের দক্ষিণপূর্বাংশে পিকেকে নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটির সিরিয় শাখার সঙ্গে হাত মেলায় মার্কিনীরা। তুরস্কের শত আপত্তি সত্ত্বেও ওই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র

দিয়ে সাহায্য করে। যা পরে তুর্কি নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সংগঠনটি। পিকেকে-র সিরিয় অংশকে বিপুল অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার যে বুদ্ধি, তার প্রধান কারিগর ছিলেন জো বাইডেন। বাইডেনের বুদ্ধিতেই ওবামা প্রশাসন ন্যাটো জোটের সদস্য হওয়ার পর তুরস্কের পাশে না দাঁড়িয়ে তুরস্কের সীমান্ত জুড়ে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিকে শক্তিশালী করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে তুরস্কের অভ্যন্তরেও তারা যথেষ্ট স্তর মজুত করে ২০১৫-১৬

সালে তুর্কি বাহিনীর বিরুদ্ধ ব্যাপক লড়াইয়ে নামে পিকেকে। পরিবর্তী সময়ে তুরস্বার তার অভ্যন্তরে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিকে দমন করে যখন সিরিয়াতেও এদের বিুরদ্ধে অভিযান চালায় তখন মার্কিন সৈন্যরা ঢাল হয়ে দাঁড়ায়।

সেই যে শুরু, তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তুরস্কের কাছে আমেরিকা এয়ার ডিফেন্স মিসাইল বিক্রি না করায় তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কিনলে আমেরিকার সেনেট তুরস্কের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধ জারি করার সুপারিশ করে। কিন্তু ট্রাম্প তাঁর প্রেসিডেন্স ক্ষমতা বলে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজ করেছে। তবে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পররাষ্ট্র বিষয়ক যে সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করবেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তুরস্কের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা। এছাড়া ট্রাম্পের সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ইতিবাচন সম্পর্কের কারণে তুরস্ক রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ট্রাম্প বেশি মাথা ঘামাননি। কিন্তু বাইডেনে তা করবেন না।

ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সৈন্যদের ফিরিয়ে নেবার সিদ্ধান্তে তুরঙ্কে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু বাইডেন নতুন করে আবার সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সাম্প্রতিকালে সিরিয়া লিবায়া, বূমধ্যসাগর এবং নাগর্নো কারবাখে তুরস্কের শক্তিশালী উপস্থিতি ট্রাম্পকে ভাবিয়ে না তুললেও বাইডেন অনেক স্পষ্ট করেই তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলেও হুমকি দিয়েছেন। এ বছরের জানুয়ারিতে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বাইডেন স্পষ্টভাষায়

জানিয়ে দিয়েছেন যে তুরস্কের সরকার পরিবর্তনের জন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেবন। তুরস্কের অনেক গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল যে বাইডেন ২০১৬ সালের রক্তাক্ত ব্যর্থ ছিলেন এবং অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থন করেছিলেন। সেই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান হোতা মার্কিন প্রবাসী ফেতুল্লা শুলেন এবং সমর্থকদের সঙ্গে বাইডেনের যোগসাজশ কোনো গোপনীয় ব্যাপার নয়। এই সব বিচার করলে মার্কিন নির্বাচনে বাইডেনের জয় এরদোগানের জন্য কোনো সুখবর নয়। বাইডেনের নির্বাচন মধ্যপ্রাচ্যের বিচলিত করবে। বিশেষ করে সৌদি আরবের জন্য তিনি বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হবেন। সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যার বিষয়ে ট্রাম্প সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সৌদি বাইডেন এই বিচারকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। যদি তিনি তাই করেন তবে তা হলে পরোক্ষভাবে তুরস্ককে সহযোগিতা করা। এছাড়া বাইডেন সৌদির চিরশত্রু ইরানের বিরুদ্ধ ট্রাম্পের মতো কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেবেন না বলে মনে করা হয়। সুতরাং ধারণা করা যায়, ট্রাম্পের একক পক্ষপাতিত্বের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশ বিশেষ সুবিধা পেতা, বাইডেনের নির্বাচনে তারা যথেষ্ট অসুবিধায় পড়বে। মার্কিন ভোটদাতারা হয়তত্ত তাদের

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ভোট দিয়েছে কিন্তু এই নির্বাচন তুরস্ক তথা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের ভাগ্য নির্ধারণের নির্বাচন হিসাবে পরিগণিত হবে। এখন দেখার কথা আমেরিকার সবচেয়ে বয়ট প্রেসিডেন্টের হাতত্ত ধরে মার্কিন বিদেশনীতি কোন খাতে প্রবাহিত হয়। সময়ই সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

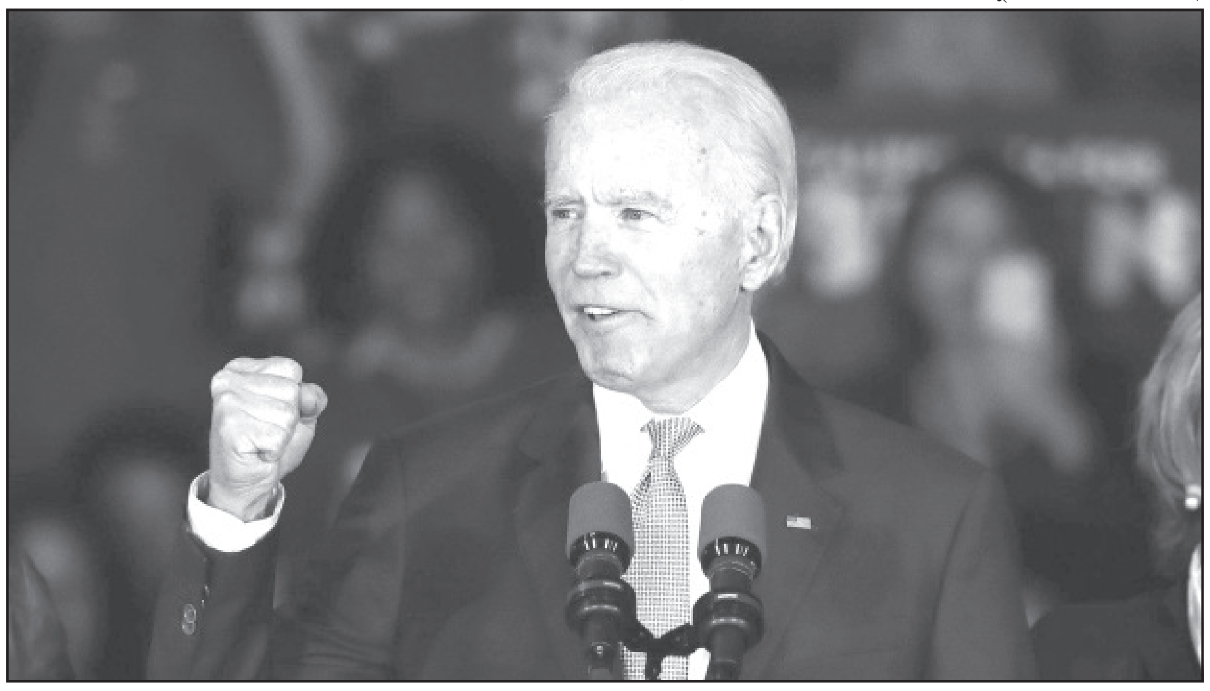

মিত্রো, অর্ধাহারে থাকা ভারতের জন্য সতিই কি কিছু হয় ?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

পরিযায়ীদের কোথাও স্থান নেই । না কর্মক্ষেত্রে, না ঘরে, না রেললাইনে, না সড়কে, না প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। সাধারণ মানুষ ও নিম্নমধ্যবিত্তের কোনও স্থান নেই। না খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচিতে, না ১০০ দিনের কাজে, না জনধন প্রকল্প ,না অর্থমন্ত্রীর নবভারত নির্মাণের সব কা সাথ সব কা বিকাশে। অদ্ভুত ব্যাপার এটাই যে বেকারের কোনও স্থান নেই আত্মনির্ভর ভারতের বিকাশের ব্লু প্রিন্টে । মুদ্রা লোন বাড়বে, কিন্তু কমানো হবে চাকরি সরকারি ক্ষেত্রে। কারণ কর্মসংস্থান সুযোগ গড়ে তোলা নিয়ে এই সরাকার নিজে কোনও উদ্যোগনিতে চায় না। এই সরকার তার বদলে চায় সকলেই স্টার্ট আপ শিল্পের মালিক হোক, সরকার এটাই চায়? তারপরেও আত্মনির্ভরশীল উন্নত ভারত গড়ে তোলার একটা রদপরেখাও দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সেখানে কত প্রকল্পের নামে কত কোটি কোটি বরাদ্দ হবে দেশের মধ্যবিত্ত, দুর্বল, ক্ষুদ্র , বেকার কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। কিন্তু সব হয় খাতায কলমে আর ভাষণে।

মিত্রো, অর্ধাহারে থাকা ভারতের জন্য সত্যিই কি কিছু হয়?

বারবার সেই একই প্রশ্ন, লকডাউন চলাকালীন দেশের চারজনের মধ্যে একজনের চাকরি চলে গেছে। তা নিয়ে কী ভেবেছেন? হয়ত প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন এই বি,য় নিয়ে সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই। সরকারের কিছু করার নেই। কিন্তু ইউরোপে বেকার হয়ে যাওয়া নাগরিকের জন্য প্রতিটা রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে। তাদের হাতে মাসকাবারি একটা অর্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে যাতে জীবনধারণ করতে অসুবিধে না হয়। আমাদের মতো শুধু চাল আর ডাল দিয়ে দাম মেটায় না। জীবনধারণ করতে অসুবিধে না হয়। আমাদের মতো শুধু চাল আর ডাল দিয়ে দায় মেটায় না। জীবনধারণের খরচ মানে তো শুধু চাল ডাল নয়। বেকার হওয়া জনগোষ্ঠীকে আবার কাজে ফেরাতে হবে। এখন সরকারের সামনে সবচেয়ে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক সিএমআইই তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে গত এক মাসে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। দেশে ৪০ কোটি মানুষ কাজ করেন তাদের মধ্যে যদি এতমানুষের চাকরি চলে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে দেশে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষের চাকরি নেই। আর বেকারত্ব বেড়েছে আগের থেকে প্রায়ই ২৭ শতাংশ। যা গত ৪৭ বছরের ইতিহাসে ভারতের এমনই একটি বৃহৎ রেকর্ড। এই দেশের ভড় বড় রাজ্যগুলিতে বেকারের সংখ্যা বেশি । অর্ধেক মানুষ বেকার। আবার হরিয়ানা, পাঞ্জাব, ছত্তিশগড়ে বেকারের সংখ্যা কম বলেই দেশের গড় বেকারত্ব আজ প্রায়ই ২৭ শতাংশতে দাঁড়িয়েছে। তবে যেখানে বেকারত্ব বেশি সেখানে সামাজিক নৈরাজ্য বাড়ছে।

করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ভারত কীভাবে এগোবে? কেমনভাবে চলবে? তার জন্য সরকার একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে চাইছে। এই ব্লু প্রিন্ট তৈরির সময় নিশ্চয়ই সেইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা থাকবে। তাদের কাজ থাকবে কিনা, তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন তার জন্য তাদের ভবিষ্যতে কাজ জুটবে কিনা? এইসব দিশা দেখাতে হবে সরকারকেই। তারই অপেক্ষার আজ সারা ভারতবাসী ব্লু প্রিন্ট হাজির হল ভাবতে না ভাবতেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ লক্ষ টাকা। টাকার প্যাকেজেরমূল ফোকাস তা হল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে চাঙা করা আর মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের জন্য ঋণদান ও মধ্যবিত্তকে অর্থ জোগান—এই তিনটি ক্ষেত্রে চাঙা করার ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এইসব জনমোহিনী ঘোষণার পিছনে কিন্তু আসল ব্লু প্রিন্ট অন্য। সহায়তা উন্নয়নের নামে সব ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে তুলনায় অনেক সবলতর অন্যশ্রেণিকে। প্রতিটি শ্রেণির মাপকাঠিতে এজন্য বদল আনা হচ্ছে। অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলে ছিল যারা তাদের সেক্টর এবার ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তুলনায় মাঝারিদের যেমন অতি ক্ষুদ্র বলে স্বীকৃত ছিল তারা যাদের ব্যবসা ছিল এক কোটির মধ্যে। সংজ্ঞা ছিল ব্যবসা কতটা, তার ভিত্তিতে। সেখানে তুলনায় বড় লগ্নিকারীদের ডেকে আনার কথাই নয়। কিন্তু এখানে সেটাই হচ্চে। সেইসব অতি ক্ষুদ্র বাঁচাতে সরকার যে তহবিল গঠন করছে, তার সিংহভাগ নিয়ে যাবে এই ক্যাটাগরিতে এবার যারা আসবে সেইসব তুলনামূলক দশ গুণ বেশি বাজার ও লেনদেরে ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা। তারা (এতদিন যার ।বছরে ১ কোটি টাকার কাজ করত) নিজের ক্যাটাগরিতেই কোণঠাসা হবে। ব্যাঙ্ক এবার থেকে তাদেরকেই ঋণ বেশি দেবে যারা ১০ কোটি টাকার কাজ করার ক্ষমতা ধরবে ও করবে, কারণ নতুন সংজ্ঞায় তারাও ক্ষুদ্র এইভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে। দেশের শিল্পমহল ক্ষুদ্র সংস্থার লেভেলেও শুরু হবে মাৎসান্যায়। ফলে ক্ষুদ্রের জন্য সরকার বরাদ্দ সুযোগসুবিধে কুক্ষিগত করবে মাঝারি শিল্পের নীচের তলার অংশ।

এইভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই সরকারি সুযোগযোবিধা কুক্ষিগত করে তোলা হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে যার কত পুঁজির ক্ষমতা বেশি তার পক্ষেই হাওয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প চাঙা করার নামে কোনও বন্ধক ছাড়াই সরকারের গ্যারান্টিতে ঋণ পাওয়ার যে তিন লক্ষ কোটি তহবিলের ঘোষণা হয়েছে, আশাঙ্কা করা হচ্ছে তার সবটাই লুটেপুটে খাবে মাঝারি শিল্পপতিরা। ছোট ছোট ইউনিট তৈরি করে তাদের শিল্পের অনুসারী সংস্থা তৈরি করে নেবে। এবং বড় শিল্প ঘুরপথে পুঁজি নিয়ে চলে যাবে এভাবে। বড় শিল্পপতিরা সরকারের এই প্যাকেজের মূল ক্ষীর খাবে। নানা সুযোগসুবিধা ও লোন তারাই পাবে। একইভাবে সরকার ঘোষিত ১ লক্ষ কোটি টাকার যে কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হল, তার সুযোগ নেবে কর্পোরেট ফার্মিংয়ের জন্য এগিয়ে আসা বিভিন্ন এগ্রি সংস্থা। নয়া উদারনৈতিক কৃষি সংস্কার গত ২০-৩০ বছরে গজিয়ে ওঠা বৃহৎ চাষি শ্রেণি সদ্য প্রস্তাবিত সংস্কারের সুফল ঘরে তুলবে। যাদেরকে সামনে রেখে দেশে গ্রামীণ রাজনীতির সমীকরণ নতুন করে সাজানো হয়েছে, আগামী ভোটেরদিকে তাকিয়ে তাদের রসদ জোগাতে এই প্রস্তাবিত সংস্কার।

রাষ্ট্র চরিত্র বোঝা যায় অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণায়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোন শ্রেণির প্রজাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে সেটাও জানা যায় এভাবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তার প্যাকেজ ঘোষণার পঞ্চম দিনে জানান সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য তার কিছু ভাবনা আছে। এই বলে তিনি নির্দিষ্ট করে নিম্ন মধ্যবিত্ত বলতে বলেন, তাঁদের যাঁদের বছরে ৬-১২ লক্ষ টাকা আয়, অর্থাৎ ন্যূনতম ৫০ হাজারটাকা মাসে।

অর্থমন্ত্রীর ভাষায়, এই শ্রেণির মানুষ গরিবের থেকে একটু ভালো আছেন, তাই এই সুযোগ তাদের কথা ভেবেই দেওয়া হচ্ছে। কেউ প্রশ্ন তুললেন না সত্যিই কি দিচ্ছেন তিনিৎ কাদের তিনি দিতে চান? সত্যিই বিপন্ন মধ্যবিত্তের যে অংশ তাদের বাঁচার কিছু রাখলেন কি? এই বিপন্ন পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণির মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের কোনও ভাবনা নেই কেন? তারা বলছেন ১৫ ই মার্চ থেকে ৭২০০ নতুন স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে শহরতলির দরিদ্রদের মধ্য থেকে। কীভাবে হল? এই সময়টা তো তার পাঁচদিন পর থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে সারা দেশে। তাহলে ৭২০০ নতুন কর্মী গোষ্ঠী গড়ে উঠল কীভাবে? এ প্রশ্নের যথাযথ তথ্য দকার ছিল সেটা আমরা পাচ্ছি না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকে। এছাড়া ১২০০০ সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা তিন কোটি মাস্ক তৈরি করেছে এবং কোটি কুড়ি লক্ষ উৎপন্ন করেছে বলেতিনি জানিয়েছেন। এটা নাকি আলাদা করে একটি কর্মসংস্থান সুযোগ এনে দিয়েছে এই সমস্ত শহরতলির দারিদ্রদের জন্য। সরকার তো এরপর বলে দিয়েছে যে কোনও কেটি কাপড় নাকি দিয়ে বের হলেই হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

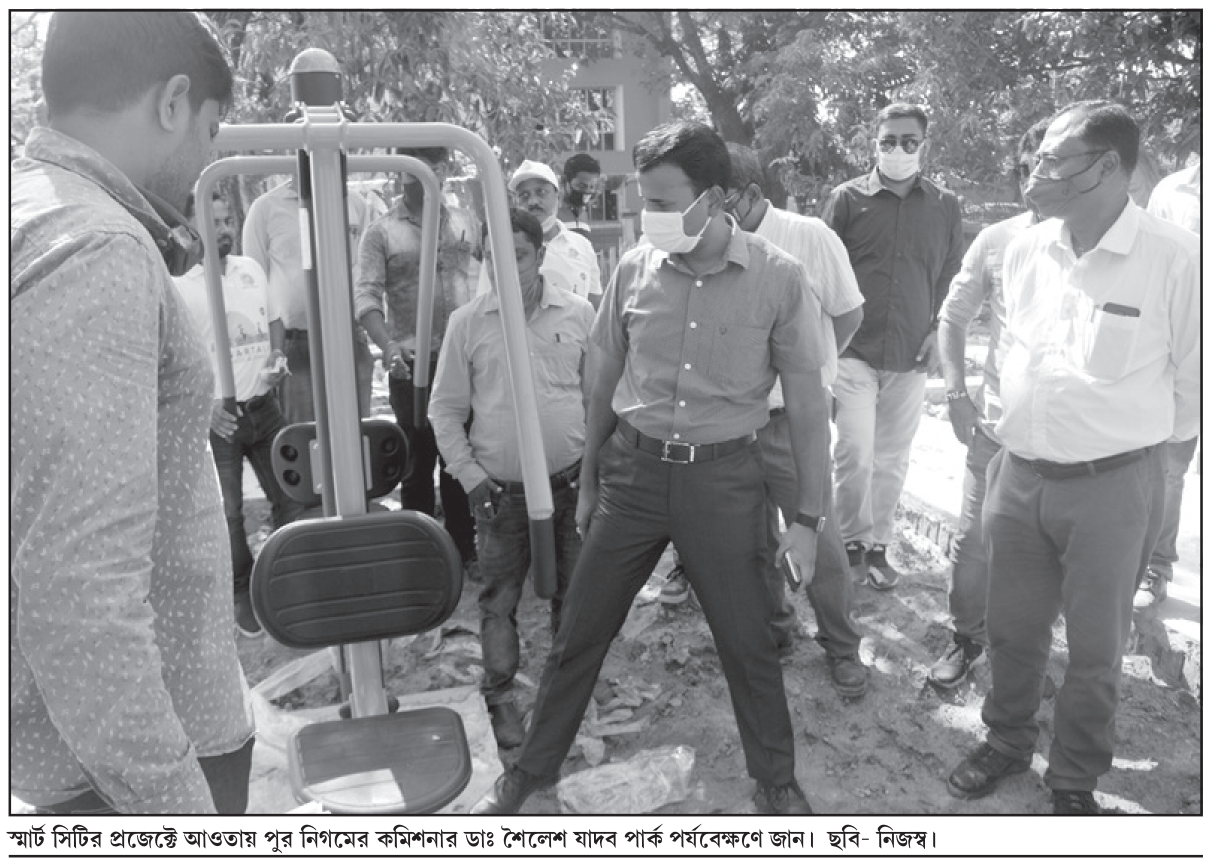

স্মার্ট সিটির প্রজেক্টে আওতায় পুর নিগমের কমিশনার ডাঃ শৈলেশ যাদব পার্ক পর্যবেক্ষণে জান। ছবি- নিজস্ব।

দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে আলফা (স্বা), সংগঠনের সেকেন্ড-ইন চিফ দৃষ্টি রাজখোয়ার আত্মসমর্পণের পর দাবি ভারতীয় সেনার

গুয়াহাটি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (ইনডেপেনডেন্ট) সংক্ষেপে আলফা (স্বাধীন)। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সেনার রেড হর্ন ডিভিশনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন মেজর জেনারেল দীপক মেহরা। গতকাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংগঠিত সংঘর্ষে অপারগ হয়ে তাঁর চার দেহরক্ষী সহ বেলা প্রায় ১:৫০ মিনিটে আত্মসমর্পণ করেন আলফা (স্বা)-এর সেকেন্ড-ইন চিফ দৃষ্টি রাজখোয়া ওরফে মনোজ রাভা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন ভারতীয় সেনার রেড হর্ন ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। মেজর জেনারেল দীপক মেহরা বলেন, বিগত প্রায় নয় বছর ধরে দৃষ্টি রাজখোয়ার সন্ধান বের করতে তাঁদের গোয়েন্দারা তৎপর ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৮৭ সালে মনোজ রাভা আলফায় যোগ দিয়ে নাম পরিবর্তন করে দৃষ্টি রাজখোয়া নাম ধারণ করেছিলেন। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে সন্ত্রাস চালয়েছিলেন দৃষ্টি রাজখোয়া। দৃষ্টি রাজখোয়ার পথ অনুসরণ করে উগ্রপন্থী সংগঠনের অন্য ক্যাডারদেরও সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে আহ্বান জানান মেজর জেনারেল মেহরা।

মেজর জেনারেল দীপক জানান, গতকাল ইউনিফাইড কামান্ডের অভিযানে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল। তিনি জানান, ভারতীয় সেনার এসএফ-১০ কামান্ডো যৌথ অভিযান চালিয়েছিল মেঘালয়ের দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলার বাঘমারার বলবগক্রে গ্রামে। সেখানে দৃষ্টি রাজখোয়ারা সেনা কমান্ডোর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রায় আধঘণ্টা পর বাধ্য হয়ে আলফা (স্বা)-এর শীর্ষ নেতা দৃষ্টি রাজখোয়া তার চার সতীর্থ তথা আলফা (স্বাধীন)-এর সক্রিয় সশস্ত্র ক্যাডার যথাক্রমে বেদান্ত অসম, ইয়াসিন অসম, রূপজ্যোতি অসম এবং মিঠুন অসম আত্মসমর্পণ করেছেন।

তিনি বলেন, দৃষ্টি রাজখোয়ার আত্মসমর্পণে আলফা স্বাধীনের সেনাপ্রধান পরেশ বরুয়া শক্তিহীন হয়ে গেছেন। পরেশ এখন দৃষ্টিহীন। তাই তাঁর সংগঠনের সব সক্রিয় ক্যাডারকে অসমিয়া সমাজের স্বার্থে মূল স্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতীয় সেনার রেড হর্ন ডিভিশনের মেজর জেনারেল দীপক মেহরা।

নাগাল্যান্ড সহ অন্য আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যা সমাধানের দাবি অসমের প্রাক্তন সাংসদ প্রকান্তের

হাফলং (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্তে অসমের জমি মিজো দুষ্কৃতীরা জবরদখল করার পর এবার নাগাল্যান্ড সীমান্তে নাগা দুর্বত্তরা অসমের জমি বেদখল করছে বলে অভিযোগ উঠছে। একদিকে যেভাবে দক্ষিণ অসমের তিন জেলায় মিজো আগ্রাসন চলছে অন্যদিকে ঠিক সেভাবেই অসমের জমিতে নাগা দুষ্কৃতীর আগ্রাসনে এবার তটস্থ হয়ে উঠেছেন রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ।

কারবি আংলং জেলার বোকাজানের অন্তর্গত দলদলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এবার অসমের জমি জবর দখল করছে নাগা দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, নাগাল্যান্ড সরকারের সক্রিয় সহায়তায় অসমের জমি জবরদখল করছে নাগা দুষ্কৃতীরা। নাগাল্যান্ড সরকার অসমের এ-সব জমির পাট্টা ও প্রদান করছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ প্রকান্ত ওয়ারিশা এ প্রসঙ্গে বলেন, ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার নাগাল্যান্ডকে রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে ৬০ হাজার হেক্টর অসমের জমি বর্তমানে নাগাল্যান্ডের দখলে রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, অসম সরকার এ-নিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করছে। সম্প্রতি অসম-মিজোরাম সীমান্তেও একই ধরনের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে।

প্রকান্ত ওয়ারিশা বলেন, অসমের অনান্য আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকাগুলিতে সম্ভবত অসমের জমির উপর জবরদখল খুব সহজেই ঘটতে পারে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার যদি এ-সব সীমান্ত এলাকায় অসমের জমি জবরদখল নিয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা-হলে আগামী দিনে সমস্যা দ্বিগুণ হতে পারে। তাই এখনই সময়, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে সীমা বিরোধ এবং জমিরজবর দখল সমস্যা সমাধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সীমান্ত এলাকার মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ প্রকান্ত ওয়ারিশা।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়া পুলিশের হাতে উদ্ধার দেড় লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট, ধৃত এক

বাজারিছড়া (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে পণ্যসামগ্রীর আনাগোনা শুরু হতেই বাজারিছড়া পুলিশের হাতে উদ্ধার হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট। অসমের সীমান্তবর্তী এলাকায় জমি জবরদখলের ফলে উদ্ভূত উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে গত প্রায় মাসখানেক প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামে পণ্য সামগ্রীর যোগান বন্ধ ছিল। কিন্তু বুধবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বিধানসভা এলাকার মেদলিছড়া সীমান্ত দিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর আদান-প্রদান শুরু হতেই বাজারিছড়া পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বহু মূল্যের বার্মিজ সিগারেট।

মিজোরাম থেকে অসমে পাচারের মুখে বার্মিজ সিগারেটগুলি ধরা পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা জানান, বুধবার বিকেলে নাগ্রা পুলিশের নাকাতালাশির সময় একটি অটো রিকশা আটক করা হয়। ওই অটো রিকশায় দশ কার্টুন বার্মিজ ক্লাসিক জাতীয় সিগারেট ছিল। তবে ওই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোনও পাচারকারীকে ধরতে না পারলেও অটো চালককে আটক করা হয়েছে। ধৃতকে কটামণির জনৈক বদরউল হকের বছর ২৬-এর ছেলে মহম্মদ আবদুল্লা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

পুলিশি জেরায় ধৃত অটোচালক আবদুল্লা নাকি বলেছে, সে না জেনে সিগারেটগুলো মেদলিছড়া থেকে কটামণিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তবে সে নিজেকে নির্দোষ বলে বয়ান দিলেও সিগারেটগুলির মূল মালিকের নাম জানাতে অপারগতার কথা জানায়। তাই পুলিশ তাকেই অভিযুক্ত করেছে বলে জানান ওসি মনুরঞ্জন সিনহা। তিনি আরও জানান, বাজেয়াপ্তকৃত সিগারেটের বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হবে। আজ বৃহস্পতিবার ধৃতকে করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক পরাগ ভুইয়াঁ, শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর, আটক ঘাতক গাড়ি সহ দুই

গুয়াহাটি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার কাকপথারের বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা জেলা সাংবাদিক সংস্থার উপ-সভাপতি পরাগ ভুইয়াঁর অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। গতকাল বুধবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনেই সাংবাদিক ভুইয়াঁকে অজ্ঞাত একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালিয়ে যায়। আজ ঘাতক গাড়ি সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, নিহত পরাগ ভুইয়াঁ নবগঠিত অসম জাতীয় পরিষদ দল-এর আহ্বায়ক জগদীশ ভুইয়াঁর ভাই।

গতকাল রাতে পরাগ ভুইয়াঁ তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তায় অজ্ঞাত একটি গাড়ি ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। আহত ভুইয়াঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় ডিব্রুগড়ের বেসরকারি হাসপাতাল আদিত্য নার্সিংহোমে। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনসুকিয়া জেলার সাংবাদিক পরাগ। এদিকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ঘাতক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় তার চালক।

ইত্যবসরে অভিযোগ ওঠে, অসমের অন্যতম প্রথমসারির বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম 'প্রতিদিন টাইম' এবং দৈনিক সংবাদপত্র 'অসমীয়া খবর'-এর সংবাদদাতা পরাগ ভুইয়াঁকে পরিকল্পিতভাবে গাড়ি দিয়ে খুন করা হয়েছে। তিনি জেলায় সংগঠিত বিভিন্ন দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাই তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘাতক গাড়ি সহ তার চালককে গ্রেফতারের দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে।

ইতিমধ্যে তদন্ত-অভিযান চালিয়ে আজ ঘাতক এএস ২৩ বিসি ৭৮৮১ নম্বরের গাড়ির সঙ্গে তার চালক জেমস মুড়া এবং হ্যান্ডিম্যান বাবা বরদলৈকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। গাড়ির মালিক নামসাই থানার অন্তর্গত সামাগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ তাঁর টুইট হ্যান্ডলে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, 'তিনসুকিয়া জেলা সাংবাদিক সংস্থার উপ-সভাপতি তথা প্রতিদিন টাইম এবং অসমীয়া খবর-এর সংবাদদাতা পরাগ ভুইয়াঁর অকাল বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করছি।' টুইটে তিনি আরও লিখেছেন, 'সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য সেবা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমার গভীর সমবেদনা জানালাম।'

করোনায় আক্রান্ত শচীন পাইলট

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। বৃহস্পতিবার টুইট করে তিনি নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানানোর পাশাপাশি তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের অবিলম্বে পরীক্ষা করার আবেদন করেছেন তিনি। বর্তমানে চিকিৎসাধীন শচীন পাইলট।

উল্লেখ করা যেতে পারে, একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতি প্রত্যেক দিন বেড়ে চলেছে। নতুন করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃতের সংখ্যাও প্রত্যেক দিন বেড়ে চলেছে।

দুবাই থেকে ফেরার পথে বাড়তি সোনা আনার অভিযোগে মুম্বই-এ আটক ক্রুণাল পাণ্ডিয়া

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি. স.): হিসাব-বহির্ভূত সোনা এবং অন্যান্য দামী সরঞ্জাম থাকার সন্দেহে মুম্বই বিমানবন্দরে আটক ক্রিকেটার ক্রুণাল পান্ডিয়া। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামতেই তাঁকে আটকান ডিআরআই আধিকারিকরা।

সদ্য আইপিএলের পঞ্চম ট্রফি জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। স্বভাবতই দুবাইয়ের বুকে রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল রোহিত শর্মা বাহিনী। তারপর দুবাইতে একদিন কাটিয়েই বৃহস্পতিবার গোটা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিমের সঙ্গেই দেশে ফিরছিলেন ক্রুণালপান্ডিয়া। এয়ারপোর্টে নামতেই তাঁকে আটক করা হয়। আটক করেন শুল্ক দপ্তর বা ডিআরআইয়ের কর্তারা। কারণ, হার্দিকের দাদার কাছে যতটা পরিমাণ সোনাদানা এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ছিল, তা অনুমতিযোগ্য পরিমাণের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, যতটা পরিমাণ সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য ক্রুণালের কাছে থাকার কথা, তার থেকে অনেকটাই বেশি ছিল। এরপরই তাঁকে আলাদা করে জেরা করতে শুরু করেন আধিকারিকরা। কোথা থেকে ওই সোনা এবং সামগ্রী কিনেছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় ক্রিকেটারকে। তাঁকে সোনাদানার বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বলা হচ্ছে।

নিয়ম অনুযায়ী, দুবাই থেকে ভারতে আসার সময় পুরুষ যাত্রীরা সর্বাধিক কুড়ি গ্রাম সোনা নিয়ে আসতে পারেন। তবে তার দাম কখনওই ভারতীয় মুদ্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে সোনার পরিমাণ চল্লিশ গ্রাম। যার মূল্য সর্বাধিক হতে পারবে ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ টাকা। ক্রুণাল সেই নির্ধারিত পরিমাণের বেশি সোনা নিয়ে দুবাই থেকে মুম্বই এসেছেন বলে খবর।-

জেএনইউতে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি. স.): বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের সুবিশাল মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই উপলক্ষে নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমি আশা প্রকাশ করব জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করবে এবং শক্তি জোগাবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যেকের মধ্যেই সাহস এবং সহমর্মিতা প্রত্যক্ষ করতে চাইতেন। আশা প্রকাশ করব এই মূর্তি সেই বোধকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। উপনিবেশ কালে যখন ভারত শোষিত হয়ে চলেছিল তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এই শতাব্দী যদি তোমাদের (পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে) হয়। তবে পরবর্তী শতাব্দী হবে ভারতের। এখন এটা আমাদের কর্তব্য স্বামীজীর এই বাণীকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলা। এদিন আবেগঘন কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আমি আশা প্রকাশ করবো স্বামী বিবেকানন্দের এই সুবিশাল মূর্তি প্রত্যেকের মধ্যে ভক্তি এবং দেশের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসাকে জাগ্রত করে তুলবে। স্বামীজি তাঁর জীবন দিয়ে যে বাণী দিতে চেয়েছিলেন সেই বাণীর সর্বোচ্চ ভাবনা এটি। সবাইকে একাত্মবোধ অনুপ্রাণিত করুক। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যে তা সকলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। সবদিক থেকে তাদেরকে আত্মনির্ভর করে তুলবে। একাত্মবোধ হচ্ছে ভারতের নতুন শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবথেকে নেতিবাচক দিক হচ্ছে নিজের একান্ত নিজস্ব মতাদর্শকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে দেশের স্বার্থকে পিছিয়ে দেওয়া।

বৃহস্পতিবার বিজেপি'র উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে দীপাবলি উপলক্ষ্যে মোমবাতি ও প্রদীপ বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

জনাদেশ এন ডি এ পক্ষে গিয়েছে : নীতীশ কুমার

পাটনা, ১২ নভেম্বর (হি. স.): বিহারবাসী জনাদেশ এন ডি এ পক্ষে দিয়েছে। আর তাই এন ডি এ জোট রাজ্যে সরকার গঠন করবে। ফল প্রকাশের পর প্রথমবারের জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

বৃহস্পতিবার তিনি আরও জানিয়েছেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কবে আয়োজন করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দীপাবলি বা ছট পুজোর পরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে কিনা তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। নির্বাচনের ফলাফল বিন্যাস করা হবে। বিহার এন ডি এ-র মধ্যে থাকা চারটি দল শুক্রবার এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করবে। বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে হবে এর প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, " আমি এখনও কোন দাবী করিনি। জোট হিসেবে এন ডি এ সিদ্ধান্ত নেবে।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিহার নির্বাচনে তিন নম্বর স্থানে নেমে গিয়েছে জেডিইউ। মাত্র ৪৩ আসনে জয়যুক্ত হয়েছে তারা। এন ডি এ জোটে মধ্যে সবথেকে বেশি আসন পেয়েছে বিজেপি।

আত্মসমীক্ষা করা উচিত রাহুল গান্ধীর : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি. স.): কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধীর উচিত নিজের দলের প্রতি মনোনিবেশ করা। কংগ্রেসের অন্দরেই তার প্রতি অনাস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দলের ভোটব্যাঙ্ক কেন কমে যাচ্ছে তা আত্মসমীক্ষা করার সময় এসেছে রাহুল গান্ধীর। পাশাপাশি লোকসভাতেও কংগ্রেস সংকুচিত হয়ে গিয়েছে গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে। ৭০ আসনে লড়াই করে কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন মাত্র ১৯। পাশাপাশি একাধিক রাজ্যের উপনির্বাচনেও তীব্র কোণঠাঁসা হয়েছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত এদিন নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী দাবি করেন যে ভারত আর্থিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির সময়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপের জন্যই এমনটা হয়েছে।

সমুদ্রে নামল ডুবোজাহাজ বাগির

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর থেকে ভারত নিজের সামরিক শক্তি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি সেনা বাহিনীর জওয়ানদের জন্য অত্যাধুনিক শীতবস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করেছে ভারত। সেই ধারা বজায় রেখে বৃহস্পতিবার স্করপিয়ন শ্রেণীর ডুবোজাহাজ বাগিরকে পরীক্ষামূলকভাবে সমুদ্রে নামানো হয়েছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়ক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মুম্বাইয়ের মাডগাঁও ডগ থেকে এই ডুবোজাহাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমুদ্র যাত্রাপথের জন্য উদ্বোধন করেন। পরিকল্পনা ৭৫ শীর্ষক রণকৌশল অবলম্বন করে এই ডুবোজাহাজকে গড়ে তোলা হয়েছে। ভারত এই নিয়ে পঞ্চম স্করপিয়ন শ্রেণীর ডুবোজাহাজকে জলে নামলো। পুরোপুরি মেক ইন ইন্ডিয়া মাধ্যমে এই ডুবোজাহাজ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠবে ভারতীয় নৌ সেনা।

পোস্টাল ব্যালট পুনরায় গোনা হোক, দাবি তেজস্বীর

পাটনা, ১২ নভেম্বর (হি. স.): বিজেপি নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের কাছে হেরে গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুললেন আরজেডি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি পোস্টাল ব্যালট পুনরায় গণনা করার আর্জি জানিয়েছেন। বিশেষ করে সেই সব কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালটে গণনার আর্জি জানিয়েছেন যেখানে শেষ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না কে জিতবে। লালু পুত্র অভিযোগ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১৫ টি এমন আসন রয়েছে যেখানে অত্যন্ত অল্প ভোটের ফারাকে জিতে বেরিয়ে গিয়েছে বিজেপি। সেখানে ভোটের ফারাক মাত্র ০.১ শতাংশ। এন ডি এ যেখানে ভোট পেয়েছে সব মিলিয়ে ৩৭.৩ শতাংশ সেখানে মহাজোট পেয়েছে ৩৭.২ শতাংশ বলে দাবি করেছেন তিনি। বিহার রাজনীতির উদীয়মান নক্ষত্র তেজস্বীর দাবি, যদি শতাংশকে সংখ্যায় পরিণত করা হয় তবে দেখা যাবে ১২, ২৭০ ভোট। ১৫ টি আসনে কি করে জিতে বেরিয়ে যায় বিজেপি। বহু পোস্টাল ব্যালটের গণনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে সেই পোস্টাল ব্যালট গুনতে হবে। এর ভিডিওগ্রাফিও করা প্রয়োজন। ক্ষমতা ব্যবহার করে পেছনের দরজা দিয়ে সরকার গড়েছে নীতীশ কুমার।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মহারাজগঞ্জ বাজারে এসডিএম হানাদারি চালায়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অভিনেতা আসিফের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

হিমাচল প্রদেশের একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন অবকাশযাপন কেন্দ্রে পাওয়া গেছে বলিউড অভিনেতা আসিফ বসরার ঝুলন্ত দেহ। পুলিশের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মঞ্চের মাধ্যমে অভিনয়জগতে যাত্রা শুরু করেছিলেন আসিফ বাসরা। ১৯৯৮ সালে হরর-থ্রিলার সিরিজ ‘ওহ’তে ইতিহাসের শিক্ষক ওমকার দীক্ষিতের চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান তিনি। তারপর বলিউডের ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’, ‘যাব উই মেট’, ‘কায় পো চে’, ‘কৃষ থ্রি’, ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন মুম্বাই’, ‘এক ভিলেন’, ‘হিঁচকি’সহ অনেকগুলো সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘হোস্টেজেস’ সিরিজেও তিনি অভিনয় করেছেন আজগর নবির চরিত্রে। আসিফের মৃত্যুর খবরে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ‘হোস্টেজেস’ দ্বিতীয় মৌসুমের পরিচালক শচিন কৃষণ বলেন, ‘খবরটি শুনে আমি হতবাক হয়ে গেছি। শুটিং সেটে একজন আমুদের মানুষ হিসেবে তাঁকে পেয়েছি। আমরা বরং তাঁকে ঈর্ষা করতাম। একটা মানুষ পাহাড়ে থাকেন, কেবল শুটিংয়ের সময় মুম্বাই আসতেন। তিনি যে কেবল একজন ভালো অভিনেতা ছিলেন, তা—ই নয়, তিনি চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তাঁকে হারানো একপ্রকার ব্যক্তিগত ক্ষতির মতো।’আসিফ ভারতের হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় একটি প্রাইভেট কমপ্লেক্সে থাকতেন। যুক্তরাজ্যপ্রবাসী এক তরুণীর সঙ্গে সেখানে থাকতেন এই অভিনেতা। বৃহস্পতিবার সকালে পোষা কুকুরকে নিয়ে তিনি হাঁটতেও বের হয়েছিলেন। পুলিশের ধারণা, বাড়িতে ফেরার পর কুকুরের বেল্ট গলায় জড়িয়েই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ধর্মশালার পুলিশ সুপার বিমুক্ত রঞ্জন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, আসিফ বসরা আজ সকালে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। ঘটনাস্থলে কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া জানা গেছে, বেশ কিছু দিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন আসিফ। সে কারণেই আত্মহত্যা করেছেন কি না, সেটিই খতিয়ে দেখবে তদন্তকারীরা। আসিফের মৃত্যুতে অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি টুইটে লিখেছেন, ‘কী! অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবর! লকডাউনের কয়েক দিন আগেও তাঁর সঙ্গে শুটিং করেছি! ও মাই গড!’আসিফের মৃত্যুর ঘটনাটি পাঁচ মাস আগে বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। সুশান্তের মৃত্যুর তদন্ত এখনো চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই। ঘটনার সঙ্গে মাদকসম্পৃক্ততা আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখছে নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরো। অভিনেতার সম্পদ আত্মসাতের জন্য ঘটনাটি ঘটানো হলো কি না, সেসবের তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বাড়িতে ‘নিষিদ্ধ ওষুধ’, অর্জুনের প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত কোন জায়গা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে ঠেকল! বলিউডে মাদক কেলেঙ্কারি নিয়ে জোরদার তদন্ত করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। তদন্তে উঠে আসছে, বলিউডজুড়ে মাদকের থাবা শাখা বিস্তার করে আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এনসিবি আর কত কত সাপ তুলে আনবে, সেটা সময় বলে দেবে। তবে এবার কঠিন এক ফাঁদে আটকেছেন বলিউড তারকা অর্জুন রামপাল। এই অভিনেতাকেও এনসিবির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। ৯ নভেম্বর অর্জুন রামপালের বান্দ্রার বাসায় তল্লাশি চালায় এনসিবির গোয়েন্দারা। দুই ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে বেশ কিছু ‘নিষিদ্ধ ওষুধ’ পেয়েছে তারা। তাদের প্রশ্ন, এসব ওষুধ অর্জুনের বাসায় কেন। অর্জুন আর তাঁর প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেসের কাছে এই ওষুধের কোনো মেডিকেল প্রেসক্রিপশন নেই। এনসিবি ইতিমধ্যে গ্যাব্রিয়েলাকে এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এই কেসের জনসংযোগ কর্মকর্তা সমীর বানখেড়ে বলেছেন, বৃহস্পতিবার গ্যাব্রিয়েলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবার ডেকে পাঠিয়েছে এনসিবি। অর্জুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে কাল শুক্রবার।অর্জুনের প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলার ভাই অ্যাগিসিয়ালস দেমেত্রিয়াদেস। তাঁর বাসাতেও তল্লাশি চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে এনসিবি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অ্যাগিসিয়ালসকে। এনসিবির দাবি, অ্যাগিসিয়ালস মাদকের বড় চক্রের সঙ্গে জড়িত। মুম্বাইতে কোকেন সরবরাহের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় নাইজেরিয়ান নাগরিক ওমেগা গডউইনকে। সেই সূত্র ধরেই তারা পৌঁছে যায় অ্যাগিসিয়ালসের বাড়িতে।বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর মাদক---সংশ্লিষ্টতায় নাম উঠে আসে তাঁর প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীর। সেই সূত্রেই বলিউডের অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজকদের নামও উঠে আসে। সেই তদন্তেই সম্প্রতি মাদক পাচারের অভিযোগে এনসিবি গ্রেপ্তার করে অভিনেতা অর্জুন রামপালের প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেসের ভাই অ্যাগিসিয়ালস দেমেত্রিয়াদেসকে। এনসিবির তৎপরতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, বলিউডে মাদক—সংশ্লিষ্টতায় কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাঁর প্রমাণ এখনকার বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া তারকা অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকেও মাদক—সংশ্লিষ্টতায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সংস্থাটি। জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পাননি শ্রদ্ধা কাপুর, সারা আলী খান, রাকুলপ্রীত সিংয়ের মতো অভিনেত্রীরাও।এদিকে মাদক মামলায় আটক প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদ্দৌলার স্ত্রী শাবানাকে গত মঙ্গলবার ১৫ হাজার টাকার বন্ডে সই করিয়ে জামিন দেন মুম্বাইয়ের আদালত। রোববার মাদক রাখার অভিযোগে শাবানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এমনকি তাঁর স্বামী ফিরোজকেও মাদক—সংশ্লিষ্টতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

যে কারণে আনুশকার সঙ্গে বিয়ে হয়নি প্রভাসের

১৫ বছর ধরে ‘খুবই ভালো বন্ধু’ ৪১ বছর বয়সী প্রভাস আর ৩৯ বসন্ত পার করা আনুশকা শেঠি। জনসমক্ষেও তাঁদের দুজনের বেশ স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল সম্পর্ক বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরার চোখে। কিন্তু দুজনে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই বলেছেন মুখস্থ সেই উত্তর, ‘না, আমরা খুবই ভালো বন্ধু।’ প্রভাস আর আনুশকার প্রেমকাব্য নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা লেখা হলেও কেউ কখনোই স্বীকার করেননি প্রেমের কথা। বিয়ে কবে, কার সঙ্গে বিয়েভক্তদের এ নিয়ে জোর আলোচনা। পাঠকের জন্য দক্ষিণের বড় তারকা গল্পের দ্বিতীয় অংশ আজ।

২০১০ সালে মুক্তি পেল প্রভাস অভিনীত রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের ‘ডার্লিং’ সিনেমাটি। এরপরই প্রভাসের নাম হয়ে গেল ডার্লিং প্রভাস। ২০১২ সালে ‘রেবেল’ মুক্তির পর প্রভাসকে ভক্তরা রেবেলস্টার প্রভাস নামে ডাকা শুরু করলেন। অথচ দুটি সিনেমাই বক্স অফিসে চূড়ান্ত ব্যর্থ। যদিও দুটি ছবিতে প্রভাসের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন সমালোচকেরা। ‘রেবেল’কে সিনেমা সমালোচক রাধিকা রাজমনী পাঁচের মধ্যে মাত্র দেড় পয়েন্ট দিয়ে লিখেছেন, ‘প্রভাসের অভিনয়দক্ষতা আর তামান্না ভাটিয়ার দুর্দান্ত নাচ নিয়ে পরিচালক একটা অদ্ভুত গল্প ফেঁদে কী করবেন, যেন বুঝতে পারছিলেন না।’ ছবি ফ্লপ করার কারণ হিসেবে দুষেছেন দুর্বল চিত্রনাট্য আর পরিচালনাকে। সমালোচকেরা বলেন, বড় পর্দায় ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতা ও ৯৫ কেজি ওজনের প্রভাসের উপস্থিতি আর তাঁর মারমার কাটকাট অ্যাকশনদৃশ্য উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে হইচই ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই ছবিগুলো ছাড়াও ‘মুন্না’, ‘মিরচি’, ‘মিস্টার পারফেক্ট’, ‘অ্যাকশন জ্যাকসন’ ছবিগুলোও প্রভাসকে প্রভাস বানাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রভাসের বাবা সব সময় তাঁকে মাটির কাছাকাছি আর বিনয়ী থাকতে বলতেন। বলতেন, একজন তারকার সবচেয়ে বড় গুণ হওয়া উচিত তাঁর বিনয়। সেই কথা হাড়ে হাড়ে মেনে চলেছেন প্রভাস। তাই তো প্রভাসকে বলা ‘দ্য হাম্বল সুপারস্টার’। নিজের সঙ্গে সুপারস্টার ট্যাগ লাগাতে নারাজ প্রভাস। প্রভাসের চোখে রজনীকান্ত, কমল হাসান, অক্ষয় কুমার, শাহরুখ খান, সালমান খান আর আমির খানেরা সুপারস্টার। প্রভাসের মতে, একটি---দুটি সিনেমা দিয়ে কেউ সুপারস্টার হতে পারেন না। সুপারস্টার হতে গেলে দশকের পর দশক ধরে একের পর এক দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়ে নিজের উচ্চতা ধরে রাখতে জানতে হয়। তাই প্রভাস সুপারস্টার কি না, সেটি নাকি পরিমাপের সময় এখনো আসেনি। সিনেমা হিট হওয়ার জন্য প্রভাস নিজে কখনো কৃতিত্ব নেন না। সমস্ত কৃতিত্ব দেন লেখক, পরিচালক আর কলাকুশলীদের। আর বলেন, ‘আমি প্রভাস নই। আমি “বাহুবলী”ও নই। আমি এসবের আড়ালে একজন “সিম্পল ম্যান”।” একের পর এক রেকর্ড!‘আদি পুরুষ’ সিনেমার জন্য তির চালনো শিখছেন প্রভাস। সেই তির সোজা গিয়ে বিঁধেছে দক্ষিণ ভারতের মহাতারকা রজনীকান্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। বুঝলেন না বিষয়টা? বুঝিয়ে বলছি। পরের সিনেমা ‘আদি পুরুষ’—এর জন্য ১০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেবেন প্রভাস। আর এই পারিশ্রমিক প্রভাসের নাম তুলেছে রেকর্ড বইয়ের নতুন পাতায়। এর আগে ‘দরবার’ সিনেমার জন্য রজনীকান্ত ৭০ কোটি রুপি নিয়ে যে জায়গা দখল করেছিলেন, প্রভাস নিজেকে নিয়ে গেছেন এর চেয়েও এক ধাপ ওপরে। ‘বাহুবলী দ্য বিগিনিং’ আর ‘বাহুবলী দ্য কনক্লুশন’ ছবির জন্য প্রভাস ২০ কোটি আর ৪০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক গুনেও গড়েছিলেন রেকর্ড।১৫ বছর ধরে ‘খুবই ভালো বন্ধু’ ৪১ বছর বয়সী প্রভাস আর ৩৯ বসন্ত পার করা আনুশকা শেঠি। জনসমক্ষেও তাঁদের দুজনের বেশ স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল সম্পর্ক বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরার চোখে। কিন্তু দুজনে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই বলেছেন মুখস্থ সেই উত্তর, ‘না, আমরা খুবই ভালো বন্ধু।’ প্রভাস একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘ওর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সিনেমা করেছি, সময় কাটিয়েছি, বন্ধুত্বও হয়েছে, তাই লোকে অমন বলে।’ আর আনুশকা বলেছেন, ‘আমার আর প্রভাসের ১৫ বছরের বন্ধুত্ব। প্রভাসকে আমি রাত তিনটায়ও ফোন করে বকবক করতে পারি। ও আমার “থ্রি এএম ফ্রেন্ড”।’ প্রভাস আর আনুশকার প্রেমকাব্য নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা লেখা হলেও কেউ কখনোই স্বীকার করেননি প্রেমের কথা। আবার দুজনেই এই বিয়ে করছেন করবেন করে কেউ বিয়েও করেননি। কে জানে, হয়তো দীপিকা পাড়ুকোন আর রণবীর সিংয়ের মতো এই দুই ভালো বন্ধু ও বিয়ের ঘোষণা দিতে পারেন।প্রভাস খুবই রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। তাঁর মা অত্যন্ত কড়া শাসনে তাঁদের তিন ভাইবোনকে মানুষ করেছেন। তাঁদের পরিবার ‘লাভ ম্যারেজ’—এর পক্ষে নয়। বিশেষ করে নায়িকাকে ঘরের বউ করে আনায় সম্মতি নেই প্রভাসের মা শিবা কুমারীর। আর প্রভাসও মায়ের অমতে বিয়ে করবেন না। দুই বছর ধরে প্রভাসের মামা পারিবারিক বিবৃতিতে বলে আসছেন, এ বছরই বিয়ে করবেন প্রভাস। ‘দুই বছর ধরে প্রভাসের মামা পারিবারিক বিবৃতিতে বলে আসছেন, এ বছরই বিয়ে করবেন প্রভাস। কিন্তু বিয়ের খোঁজ নেই! শোনা গেছে, বিয়ের জন্য ২৩ বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ার মেয়েও ঠিক করা হয়েছে প্রভাসের জন্য। কিন্তু এসব কোনো কিছু নিয়েই টুঁ শব্দটি করেননি প্রভাস। প্রেম, বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা প্রশ্নের উত্তরে সব সময় লাজুক হাসি দিয়েই এড়িয়ে গেছেন। সালমান খানের পর প্রভাস ভারতের সেকেন্ড মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর। ‘সাহো’ সিনেমার প্রচারণায় কাপিল শর্মার শোতে বলা হয়েছিল, প্রভাসের বিয়ের জন্য নাকি পাঁচ হাজার প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রভাস অবশ্য হেসে মাথা নাড়িয়ে বলেছেন, এসব নাকি গুজব।

গোপনে উড়াল দিলেন তাঁরা

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মুম্বাই। স্বল্প বিরতিতে বিমানবন্দরের দুই গেট দিয়ে ঢুকেছেন বলিউড তারকা দিশা পাটানি ও টাইগার শ্রফ। সাধারণ পোশাক, মুখে মাস্ক থাকলেও ঠিকই চিনে ফেলেছেন বিমানবন্দরে থাকা এই তারকাদের ভক্তরা। দুই গেট দিয়ে দুই সময়ে ঢুকলে কী হবে, তাঁদের গন্তব্য যে একই। লকডাউনেও ছিলেন এক ছাদের নিচে। এবার লকডাউন শেষেও একসঙ্গে উড়াল দিলেন অজানা গন্তব্যে, ঘুরে বেড়াতে।দিশা আর টাইগারের প্রেম বলিউডে ‘ওপেন সিক্রেট’। তাঁরা একসঙ্গে নাচ শেখেন, জিমে যান, একসঙ্গে রাতের খাবারও খান। শুধু প্রেম করছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই বলেন পুরোনো, ক্লিশে ও মুখস্ত উত্তর, ‘আমরা খুবই ভালো বন্ধু।’প্রেমের ব্যাপারে ইনস্টাগ্রাম লাইভে টাইগার শ্রফকে জিজ্ঞেস করা হলে একগাল হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি তো দিশার সঙ্গে প্রেম করার যোগ্যই নই।’ অন্যদিকে ভারত সিনেমার প্রচারণার সময় এক সাংবাদিক দিশা পাটানিকে প্রশ্ন করেছিলেন এভাবে, ‘আপনারা যে প্রেম করছেন, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আপনাদের দুজনকে ভক্তরা দারুণ পছন্দ করেন। স্বীকার করেন না কেন?’ উত্তরে দিশা বলেছিলেন, ‘আমি টাইগারের মন পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওকে তো পটাতেই পারছি না। এই সিনেমায় আমার গান হিট করেছে। আমি দুর্দান্ত সব স্টান্ট করেছি। দেখি এইবার আমার প্রেমের ডাকে সাড়া দেয় কিনা। তবে একসঙ্গে ডিনারে গেলেই প্রেম হয়ে যায় না।’টাইগারকে শেষ দেখা গেছে বাঘি থ্রি সিনেমায়। আর দিশাকে মালাং ছবিতে। সম্প্রতি টাইগার গণপথ নামের একটা ফ্রাঞ্চাইজি সিনেমার ঘোষণা দিয়েছেন। এর প্রথম ছবির পোস্টার মুক্তি দিয়েই প্রেমিকার সঙ্গে অজানা গন্তব্যে উড়াল দিলেন তিনি।

সৌমিত্রের শ্বাসনালির অস্ত্রোপচার, জ্ঞান ফেরেনি

অভিনেতা সৌমিত্রের ফুসফুসে আরও বেশি করে অক্সিজেন পৌঁছানোর জন্য গতকাল বুধবার সৌমিত্রের শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচার বা ট্রাকিওস্টমি করা হয়েছে। এতে করে তাঁর ফুসফুসে আরও বেশি করে অক্সিজেন পৌঁছাবে। গতকাল বুধবার রাতে সৌমিত্রের চিকিৎসায় নিয়োজিত ১৬ সদস্যের চিকিৎসক দলের প্রধান ক্রিটিক্যাল বিশেষজ্ঞ অরিন্দম কর এ কথা বলেছেন। গতকাল দুপুরের পরই শুরু হয় এই অস্ত্রোপচার। বিকেলে তা শেষ হয়। অস্ত্রোপচার করেন বিশিষ্ট নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর দত্ত। এই সফল অস্ত্রোপচারের ফলে সৌমিত্রের ফুসফুসে আরও বেশি করে অক্সিজেন পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।সৌমিত্রের চিকিৎসক দলের প্রধান চিকিৎসক অরিন্দম কর আরও বলেছেন, প্রবীণ এই অভিনেতার আরও বেশ কয়েকটি শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য। তাঁর কিডনির কোনোটিই এখনো স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পায়নি। চলছে ডায়ালিসিসও।

চিকিৎসক অরিন্দম কর এ কথাও বলেছেন, প্রবীণ অভিনেতার আচ্ছন্নভাব বাদ দিলে তিনি মোটামুটি স্বাভাবিক রয়েছেন ভেন্টিলেশনেই। তবে প্লাটিলেট কাউন্ট কম। বলেছেন, সবকিছু ঠিক থাকলে আজ বৃহস্পতিবার তাঁর প্লাজমাফেরেসিস চিকিৎসা হতে পারে। তবে তাঁর মস্তিষ্কের সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি।গতকাল সৌমিত্রের শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচারের পরই চিকিৎসকেরা বলেছেন, এই ট্রাকিওস্টমি পদ্ধতিতে তাঁর গলার নিচের দিকে ছিদ্র করে একটি নল জুড়ে দেওয়া হয় ফুসফুসের সংযোগকারী ট্রাকিয়ায়। এর ফলে ভেন্টিলেটর হোক বা অক্সিজেন কিংবা স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস, সবই সম্ভব হয় সহজে। আর এতে করে গলার টিস্যু নষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। ৯ নভেম্বর সৌমিত্রকে দেখতে রাজ্য সরকারের তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বেলভিউ নার্সিংহোমে এসেছিলেন। সেখানে তাঁকে তাঁরা দেখেন। চিকিৎসকদের এই দলে ছিলেন অধ্যাপক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিমান ধর এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মনোতোষ সূত্রধর। তাঁরা সৌমিত্রকে দেখে ট্রাকিওস্টমি করার ব্যাপারে সায় দেন। পরিবার থেকেও দেওয়া হয় অনুমতি।আজ ৩৯ দিন ধরে কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন এখনো ভেন্টিলেশনে। করা হচ্ছে তাঁর কিডনির ডায়ালিসিস এক দিন অন্তর এক দিন। ২৪ অক্টোবর দুর্গা অষ্টমীর রাত থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার মূলত অবনতি হতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি চেতনাহীন হয়ে পড়েন। এখনো তিনি অনেকটাই চেতনাহীন অবস্থায় রয়েছেন।১ অক্টোবর থেকে বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। শরীরে জ্বর ওঠে। তবে করোনার কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। এরপরই চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হলে গত ৫ অক্টোবর তাঁর করোনার পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

বৃহস্পতিবার লেফুঙ্গায় দলীয় কর্মীদের সাথে মিলিত হন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

ভারতীয় যোগ মহাসংঘ আয়োজিত দীর্ঘতম শীর্ষাসন উপস্থাপনে বিশ্ব রেকর্ড ডিব্রুগড়ের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার প্রণব নাথের

ডিব্রুগড় (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘতম শীর্ষাসন উপস্থাপন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন ডিব্রুগড়ের বছর পঁয়তাল্লিশের প্রণবকুমার নাথ। বরিষ্ঠ পুরুষ গ্রুপের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যোগা ওয়ার্ড বুক অব যোগা ওয়ার্লড রেকর্ডস-এ নাম অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হলেন তিনি। অখিল ভারতীয় যোগ মহাসংঘ (এবিওয়াইএম) আয়োজিত এই কর্মসূচির প্রথমে অনলাইন অডিশন অনুষ্ঠিত গত সেপ্টেম্বর মাসে। অডিশনে মনোনীত হয় পরবর্তীতে তিনি সমবয়স্ক পুরুষ গ্রুপের অধীনে বারো মিনিট দীর্ঘতম শীর্ষাসন (হ্যাডস্ট্যান্ড যোগা পোজ) উপস্থাপন করে সেরা রেকর্ড করেন ডিব্রুগড়ের আইআইএস অফিসার তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রালয়ের অধীনস্থ ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার প্রণবকুমার নাথ। তিনি শিলচরের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্বেও রয়েছেন। এর আগে তিনি নয়াদিল্লির বিভাগীয় সূচনা ভবনে ডিএভিপি শাখার অফিসার পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রণববাবুকে গোল্ড মেডেল ও সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন ওয়ার্লড বুকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) রাকেশ ভরদ্বাজ। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে একইভাবে যোগ স্পোর্টস ফেডারেশন ইন্ডিয়া অনুমোদিত পঞ্জাব যোগ স্পোর্টস ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় স্তরের অনলাইন যোগ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান (৩০-উর্ধ সিনিয়র গ্রুপ) অর্জন করেছেন তিনি। ২০০০ সালে রাঁচিতে আয়োজিত এক যোগা অনুষ্ঠানের যোগানন্দ টাইটাল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পাশাপাশি ২০১৫ সালের ২১ জুন ভারতীয় যোগ সংস্কৃতি ও যোগ চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্যোগে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগবিদ প্রণবকুমার নাথ ও তাঁর স্ত্রী পিঙ্কি নাথকে যোগা কাপলপুরস্কার প্রদান করা হয়। এর আগে উমাচলে যোগা ডিপ্লোমা অর্জন করে ১৯৯৮ সালে বিশ্ব যোগা সোসাইটি আয়োজিত যোগ প্রদর্শনে অল ইন্ডিয়া সিনিওর গ্রুপের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারে সক্ষম হন প্রণবকুমার নাথ।

করিমগঞ্জ টিলাবাজারের বাসিন্দা তথা করিমগঞ্জ গভটবয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রাক্তন বিষয় শিক্ষক লালমোহন নাথ ও তরুলতা নাথের সন্তান প্রণবকুমার নাথের এই সাফল্যে খুশি ব্যক্ত করে অভিনন্দন জানিয়েছে তাঁর পরিচিত মহল।

মণিপুরের উপ-নির্বাচনে বিজয়ী চার বিধায়কের শপথ

ইমফল, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : মণিপুর উপনির্বাচনে নির্বাচিত চার বিধায়ক বৃহস্পতিবার বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। অধ্যক্ষ ইয়ুমনাম খামেচাঁদ চার বিধায়ককে পদ এবং গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। যথা ওয়াংগাই আসনে ওয়নাম লুখোই সিংহ, ওয়াংজিং তেন্থ আসনে পাওনম ব্রজেন সিংহ, সাইতুর আসনে এনগামথাং হওকিপ এবং লিলং বিধানসভা কেন্দ্রের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওয়াই আনতাস খান আজ শপথ নিয়েছেন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ, ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। আনতাস খান ছাড়া অন্য তিন বিধায়ক সম্প্রতি কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ বলেন, বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ওয়াই আনতাস খান-কে ক্ষমতাসীন সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এটি তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তবে আমরা ইতিমধ্যে তাঁকে বর্তমান বিজেপি সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

জনাদেশকে অপহরণ করেছে বিজেপি, কটাক্ষ তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : আরজেডি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বিজেপির বিরুদ্ধে নজিরবিহীন রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন। বিজেপি জনাদেশকে অপহরণ করেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার কার্যত সাংবাদিক সম্মেলন করে তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, জনগণ আরজেডির পক্ষে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু ভোট দেওয়া এবং ফলাফলে ফারাক অনেকটা। ভোট গণনার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন বিপুল পরিমাণে পোস্টাল ব্যালট বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের আগে মহাজোটের থাকা দলগুলোর শীর্ষ নেতৃত্ব তেজস্বী যাদবের বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠকে পরাজয়ের কারণগুলি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকে বিভিন্ন দলের নেতারা মহাজোটের হারের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৭০টি আসনের প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেস জিতেছে মাত্র ১৯টি।

মোদীর নীতির জন্যই ভারতে মন্দা শুরু হয়েছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): জিডিপি-র পতন নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সরাসরি নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতির। জিডিপি নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, মোদীর পদক্ষেপ ভারতের শক্তিকে দুর্বলতায় পরিণত করেছে। বৃহস্পতিবার একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করেন রাহুল গান্ধী। ওই রিপোর্টে উল্লেখ, জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ভারতের জিডিপি ৮.৬ শতাংশ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, "ইতিহাসে এই প্রথম মন্দা শুরু হয়েছে ভারতে। মোদীর পদক্ষেপ ভারতের শক্তিকে দুর্বলতায় পরিণত করেছে।"

মাদক মামলা : অর্জুনকে সমন এনসিবি-র, শুক্রবার হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি.স.): মাদক মামলায় বলিউড অভিনেতা অর্জুন রামপালকে সমন পাঠালো নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্জুন রামপালকে। মাদক মামলায় গত ৯ নভেম্বর অর্জুন রামপালের মুম্বইয়ের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল এনসিবি। এবার অর্জুন রামপালকে নিজেদের দফতরে ডেকে পাঠাল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো।

বৃহস্পতিবারই এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন অর্জুন রামপালের বান্ধবী গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়াডেস। মাদক-সংক্রান্ত মামলায় এই নিয়ে দু"দিন এনসিবি-র দফতরে হারিজ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়াডেস। এবার অর্জুন রামপালকে ডেকে পাঠাল এনসিবি। এ বিষয়ে অভিনেতার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মণিপুরে আসাম রাইফেলস ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে ২৮৭ কোটি টাকার ৭২ কেজি ব্রাউনসুগার উদ্ধার

ইমফল, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : মণিপুরে আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে ৭২ কিলোগ্রাম ব্রাউনসুগার উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশাদ্রব্য ব্রাউনসুগারের বাজারমূল্য প্রায় ২৮৭ কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়ে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ জনৈক আধিরারিক জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে থউবাল জেলার কামু এলাকায় আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের এক দল যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছিল। কামুর একটি ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণের নেশাদ্রব্য ব্রাউনসুগার উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ অফিসার জানান, ড্রাগসগুলি মায়ানমার থেকে এনে এখানে মজুত করা হয়েছিল। মাদক পাচার বা মজুতের সঙ্গে কাউকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। তদন্ত চলছে, জানান উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার।

আকণ্ঠ দুর্নীতিতে লিপ্ত মহারাষ্ট্র সরকার, দাবি বরিষ্ঠ বিজেপি নেতার

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি. স.): বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সংসদ নারায়ন রানে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের মহা আখারি সরকার জনহিতের বদলে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে। দীপাবলীর পরে দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকারের আসল রূপ জনগণের সামনে উন্মোচিত হবে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারায়ণ রানে জানিয়েছেন, করোনার কারণে মহারাষ্ট্রের জনগণ সবদিক থেকে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে নিজের বাড়ির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। রাজ্যে উন্নয়নের ধারা থমকে রয়েছে। আর্থিক অবস্থা রাজ্যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সরকারি কার্যালয়গুলোতে ঠিকাদারদের ভিড় চোখে পড়ার মত। এমন বহু অভিযোগ বিজেপির হাতে এসেছে। দিপাবলীর পর জনগণের সামনে তা খোলসা করে হবে।

করোনা প্রতিষেধকের গবেষণার জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্ত এখনও কমে যায়নি। প্রত্যেকদিন আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার করোনা প্রতিষেধকের উদ্ভাবন ও তৈরীর জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা প্রতিষেধক উদ্ভাবন ও তৈরির বিষয়টি দেখবে বায়োটেকনোলজি বিভাগ বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তা সকলের জন্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আলাদা অর্থ বরাদ্দ করা হবে। অন্যদিকে এদিন অর্থমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ক্যাপিটাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল খরচের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০, ২০০ কোটি টাকা।

কৃষকদের সারের যোগান দিতে ৬৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে কেন্দ্র : অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি. স.): ভারতের মতো দেশে অর্থনীতিতে কৃষি ক্ষেত্রে ভূমিকা অপরিসীম। সার্বিকভাবে জিডিপি মাইনাসে চলে গেলেও কৃষিক্ষেত্র দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে আর্থিক বিকাশের নিরিখে কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ও ফসল ফলানোর জন্য সার সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। সার সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা যাতে না আসে, তা নিশ্চিত করতে ৬৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন অর্থমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনায় আরও বাড়তি ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ভারতের এক্সিম ব্যাংক ৩ হাজার কোটি টাকা দেবে। ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইকোনমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রকল্পের মাধ্যমে এই অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

করিমগঞ্জে নেশাদ্রব্যের কারবারে লাগাম টানতে এনসিবি-র হস্তক্ষেপ কামনা জেলা বিজেপি সভাপতির

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জ জেলায় নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবৈধ কারবারে লাগাম টানতে নার্কোটিকস কন্টোল ব্যুরো সংক্ষেপে এনসিবি-র হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। সমগ্র জেলায় হেরোইন, ব্রাউনসুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, নেশার কফসিরাপ করেক্স, ফেনসিডিল সহ বিভিন্ন ধরনের নেশা দ্রব্যের কারবারিদের দাপাদাপিতে করিমগঞ্জ জেলার ভবিষ্যত প্রজন্ম অন্ধকার জগতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সময় থাকতে এ-সকল সমাজধ্বংসকারী নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে, একসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক পরিবেশ রক্ষা করতে এবং নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে লাগাম টানতে নার্কোটিকস কন্টোল ব্যুরোর হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে বলে এক প্রতিক্রিয়ায় জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় করিমগঞ্জ জেলায় নেশা কারবারিরা তদের রমরমা ব্যবসা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেন সুব্রত। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সম্প্রতি বদরপুরে প্রায় দশ কোটি টাকার ড্রাগস সহ ধৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে রয়েছে, তা জেলাবাসীর কাছে আর গোপনীয় নয়। জেলা সদর সহ পাথারকান্দি, বদরপুর, বারইগ্রাম ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ড্রাগস পাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমন কিছু লোক এই ড্রাগস পাচার কার্যের সঙ্গে জড়িত, যাদের দেখলে সহায়সম্বলহীন ভিখারি বলে মনে হবে। তাঁরা এই মুখোশের আড়ালে সমগ্র জেলার পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রচ্ছন্ন মদতেই নেশা কারবারিরা তাঁদের রাজত্ব কায়েম রেখেছে বলে অভিযোগ করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। সুব্রত বলেন, পাথারকান্দির বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা ড্রাগস ও গরু পাচারের জন্য ইদানীংকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। ড্রাগসের এক বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে পাথারকান্দিতে। ওই বিশেষ দলের নেতার নাম ড্রাগসের কালো কারবারের সঙ্গেও জড়িত। অথচ দলীয় নেতাদের খুব আস্থাভাজন তিনি। আর পাথারকান্দি এলাকায় তার ইশারাতেই নাকি চলছে এই কালো ব্যাবসা। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার সরাসরি আসকারা পাচ্ছে এই সকল ড্রাগস কারবারিরা, গুরুতর অভিযোগ সুব্রত বাবুর।

বদরপুরে দশ কোটি টাকার ড্রাগস সহ ধৃত শামিমের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের ফটো ভাইরাল নিয়ে ক্ষোভ ব্যদক্ত করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি এজন্যন কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করে বলেন, ধৃত শামিমকে দল থেকে বহিষ্কার করে কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাঁদের দলের নেতারাই ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত। বদরপুরে ড্রাগস সহ আটক শামিমের সঙ্গে জনৈক কংগ্রেস নেতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই কংগ্রেসি নেতার বিরুদ্ধে একাধিক ড্রাগসের মামলা ঝুলছে বলেও জানান সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থেকেই সমাজবিরোধীরা লালিত হচ্ছে। যার প্রমাণ বদরপুরে ড্রাগস সহ ধৃত কংগ্রেসি নেতা শামিম।

করিমগঞ্জে ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান ক্ষিপ্র করার পাশাপাশি জেলায় গড়ে ওঠা ড্রাগস কারবারিদের সিন্ডিকেট উৎখাত করতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। ড্রাগসের কালো কারবার নিয়ে শাসক-বিরোধীর মধ্যে দোষারোপের পালা চলছে। বদরপুরে দশ কোটির ড্রাগস উদ্ধার হওয়ার পর কিছু ফটো ভাইরাল হওয়ায় সীমান্ত জেলায় বিষয়টি চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রাগসের কারবারে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে কিছু দিন আগেও যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোত, এখন তারা বিশাল অর্থের মালিক। এদের আয়ের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও উৎস নেই। অথচ খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই সকল ব্যক্তির আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে।

সুস্থ হয়ে উঠছে ভারতীয় অর্থনীতি নির্মালা সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি. স.): কড়া এবং সুদীর্ঘ লকডাউনের পর বলিষ্ঠতার সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠছে ভারতীয় অর্থনীতি বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। দেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, অক্টোবরে পারচেজিং ম্যানেজার ইন্ডেক্স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮.৯ শতাংশ। অক্টোবরের আগের মাসগুলিতে এই শতাংশের হার ছিল ৫৪.৬। অক্টোবরে জিএসটি থেকে আমদানি বেড়েছে ১০ শতাংশ। যা ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশ। ব্যাংক ক্রেডিট উন্নতি করেছে ৫.১ শতাংশ। রেল-এর মাধ্যমে পণ্য আনা-নেওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। রেলে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশ। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মতে ভারতীয় অর্থনীতির এই ঘুরে দাঁড়ানো ফলে জিডিপিও উন্নতি হবে। আরবিআই তরফ থেকে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়াটারে ইতিবাচক সূচকে মিলতে থাকবে।

এক রাজ্যের রেশন কার্ড অন্য রাজ্যে যাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্যোগে কেন্দ্র সাফল্য অভূতপূর্ব। দেশের ২৮ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এর আওতায় আনা হয়েছে। রাস্তার ছোট ব্যবসায়ী ও হকারদের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রকল্প আত্মনির্ভর নিধির জন্য ২৬. ৬২ লক্ষ ঋণের আবেদন জমা পড়েছে। এরমধ্যে ১৩. ৭৮ লক্ষ ঋণের আবেদনকে মঞ্জুর করা হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে ১৩৭৩.৩৩ কোটি টাকা। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে ২.৫ কোটি কৃষক। প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদা যোজনায় দেশের ২১ রাজ্য থেকে ১৬৮২.৩২ কোটি টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব এসেছে। সে প্রস্তাব গুলিকে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের উন্নয়নের জন্য জরুরী কার্যকর ক্যাপিটাল ফান্ডের মাধ্যমে ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের জন্যই মহাজোট ক্ষমতায় এল না, দাবি তারিক আনওয়ারের

পাটনা, ১২ নভেম্বর (হি. স.): আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের অসাধারণ লড়াইয়ের পর পাটনা থেকে বহুদূরে থেমে যেতে হল মহাজোটকে। ক্ষমতায় ফের বিজেপি-জেডিইউ জোট। মূলত কংগ্রেসের খারাপ ফলের জন্যই যে মহাজোট ক্ষমতায় এল না তা মেনে নিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক তারিক আনোয়ার।

বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় তারিক আনোয়ার লিখেছেন, সত্যিটা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে। কংগ্রেসের দুর্বলতার জন্য মহাজোট বিহারে সরকার গড়তে পারল না। এআইএমআইএম (আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল) বিহার রাজনীতিতে পদার্পণ শুভ সূচক নয়।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, মহাজোটে থাকা আরজেডি এবং বামপন্থী দলগুলোর মত কংগ্রেস ভালো ফল করেনি। এরা প্রত্যেকেই কংগ্রেসের থেকে অনেক ভালো ফল করেছে। আমরা ভালো ফল করলে এখন বিহারে মহাজোট সরকার গড়ত। বিহারের জনগণও একই জিনিস চেয়েছিল। তারা মানসিক প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিল।

দলের নির্বাচনে ভরাডুবির ময়নাতদন্তের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিহারের জেলা কমিটির নেতা থেকে শুরু করে হাইকমান্ড প্রত্যেকের সাথে এই হার নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। একই কথা জানিয়েছেন অপর কংগ্রেস নেতা পি এল পুনিয়া। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৪১ আসনে প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেস জিতেছিল ২৭। এবারে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল ৭০টি আসনে। সেখানে তারা পেয়েছে মাত্র ১৯ আসন।

বরাকের তিন জেলার হোমগার্ড ভলান্টিয়ার্সদের নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান

শিলচর (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের ডিসচার্জড হোমগার্ড ভলান্টিয়ার্সদের আগামী তিন বছর ভলান্টিয়ারি সার্ভিস প্রদানের জন্য নাম নথিভুক্ত করাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের অভিমত সন্নিবিষ্ট সংশ্লিষ্ট প্রপত্র পূরণ করে প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রের জেরক্স কপি সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডেন্ট কার্যালয়ে দাখিল করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স ৫৫ বছরের নীচে হতে হবে। আসাম হোম গার্ড অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (সংশোধনী ২০১৫) অনুসারে এই সুযোগ প্রদান করা হবে।

কাছাড়ের ডিস্ট্রিক্ট হোম গার্ড কামান্ডেন্ট কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত ফর্ম ফিলআপ করে গৃহরক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, ঠিকানার প্রমাণপত্র (গ্রামীণ প্রশিক্ষার্থীদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শহরের প্রশিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ার্ড কমিশনারের ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট), চরিত্রের প্রমাণপত্র, প্যানকার্ড, বয়সের প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট প্রভৃতির ফোটোকপি এবং সাম্প্রতিককালের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ফোটো সহ জেলা গৃহরক্ষী কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বরাক উপত্যকার ডেপুটি ডিরেক্টর কার্যালয় থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের স্বার্থেই "বিকাশোৎসব" : অমিত শাহ

কচ্ছ (গুজরাট), ১২ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের কচ্ছের রণে সীমান্তবর্তী এলাকা "বিকাশোৎসব ২০২০"-র সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন, সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের স্বার্থেই এই "বিকাশোৎসব"। বৃহস্পতিবার সকালেই গুজরাটের কচ্ছের রণে পৌঁছে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে যাওয়ার পর "বিকাশোৎসব ২০২০"-র সূচনা করেন তিনি। পাশাপাশি তিনটি সীমান্ত জেলা-কচ্ছ, বনসকান্ঠা এবং পাটানের গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য এই "বিকাশোৎসব"। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি দেশের সুরক্ষায় সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। অমিত শাহ এদিন আরও বলেন, "ভূমিকম্পের পর ২০০১ সালে আমি যখন ভুজে এসেছিলাম, তখন ভগ্নপ্রায় ছিল। জনগনের বসবাসস্থল তছনছ হয়ে গিয়েছিল। এখন শপিং মল ও বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে। এটাই ভুজের জনগণের সহনশীলতার প্রমাণ।"

বৃহসপ্তিবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাকে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

অফিস টাইমে বাড়বে ট্রেনের সংখ্যা, সমাধান সূত্র রেল রাজ্য বৈঠকে

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি. স.): অফিস টাইমে ১০০শতাংশ ট্রেন চালানোর ইঙ্গিত দিল পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার রেল এবং রাজ্যের বৈঠকের পর ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিন রাজ্যের মুখ্য সচিব আর আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভবানী ভবনে পূর্ব রেলের কর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠক হয়।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্রমণ এড়াতে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিলেন। তারপরেই বৃহস্পতিবার তড়িঘড়ি সেই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে পূর্ব রেলের কর্তারা জানান, গতকাল যে পরিমাণে ট্রেন চলার কথা ছিল হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশন থেকে তার থেকে ১০০ টি ট্রেন বেশি চালানো হয়েছে। সুত্রের খবর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে অফিস টাইমে ১০০ শতাংশ বেশি ট্রেন চলবে। তবে ওই আধিকারিকের কথায়, এখন ৭৫ শতাংশ ট্রেন চলছে অফিস টাইমে। আগামীকাল থেকে মোটামুটি ৯৫ শতাংশ ট্রেন চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

এদিকে ট্রেন চালু হতেই পুরনো ভিড় চোখে পড়েছে। ভিড়ের প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে রেলের কর্তারা জানান, সর্বত্র ভিড়ের ছবি সমান নয়। কোথাও সামান্য ভিড় চোখে পড়লেও বেশিরভাগ ট্রেনই তুলনামূলক অনেক ফাঁকা ছিল বলে দাবি তাদের। যদিও পর্যাপ্ত আসন এর তুলনায় লোক বেশি ছিল কিন্তু তা সত্বেও এখনও স্কুল-কলেজ না খোলার কারণে সে রকম ভিড় চোখে পড়েনি।

এছাড়াও রেলের তরফে ট্রেন চালুর আগে বলা হয়েছিল সীমিত সংখ্যক যাত্রী ট্রেনে তোলা হবে। কিন্তু সেই বিষয়টি যে কোনভাবেই সম্ভব না তা গতকালের ভিড়ের ছবিতে আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রেলের কর্তাদের বক্তব্য, অন্যান্য সময় একটি ট্রেনে ২২০০ জন যাত্রী হয়। কিন্তু গতকাল সেখানে যাত্রী সংখ্যা ছিল বারোশো। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক যাত্রী নিয়ে ট্রেন চলেছে বলেই দাবি তাদের। অন্যদিকে গোটা দিন পূর্ব রেলে যাত্রীর সংখ্যা থাকে প্রায় ৩০ লাখ। সেখানে লোকাল ট্রেন চালুর প্রথম দিনে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো হয়েছে বলেই এদিন দাবি করেছেন রেলের আধিকারিকরা।

আদালত চত্বর থেকে পালিয়ে গেল ২ আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর। মহিলা বাউল শীল্পি হেনস্থা মামলায় অভিযুক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে মামলায় জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিল নতুন কিছু ধারা যুক্ত করার। আদালতে আর্জি মেনে অনুমতি দেয়। এর আগে আদালতে ওই মামলায় তিন অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যায়। বৃহস্পতিবার আদালত তিনজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দেয়ে। এইদিকে আদালত থেকে তিনজন পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। যেহেতু তারা জামিন পেয়েছিল তাই তারা পুলিশ হেপাজতে ছিল না। আদালতের তরফ থেকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ পাওয়া মাত্র পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তারের জন্য উদ্যোগ নেই। এরই মাঝে আদালত চত্বর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। অন্য দুইজন আদালত চত্বর থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

'জয় মা কালী সন্তান সংঘ, ত্রিপুরা'-র শ্যামা পূজা

আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। প্রতি বছরের মতো এবারও এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ইন্দ্রনগরস্থিত 'জয় মা কালী সন্তান সংঘ, ত্রিপুরা' এর পক্ষ থেকে শ্যামা মায়ের আরাধনার আয়োজন করা হয়েছে। বাহ্যিক আয়োজনে অনাড়ম্বরতাকে প্রাধান্য দিয়ে ১৪ নভেম্বর শ্যামা মায়ের পূজা নির্দিষ্ট সময়ে, ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বজায় থাকবে। সকল দর্শনার্থীদের প্রতি উদ্যোক্তারা অনুরোধ করেছেন করোনা পরিস্থিতিতে সরকারী সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে মার্তৃদর্শনে যাওয়ার জন্য।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার যুবক জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় বিজয় দেববর্মা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সে দীর্ঘদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি ল। ব্যাঙ্গালোর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেখান থেকে তাকে বিমানযোগে রাজ্যে নিয়ে আসা হয়।

তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার রাং খল পাড়ায়। তাকে আজ কয় জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয় ।জেলা আদালত থেকে তাকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার রংখল পাড়ায় বিজু দেববর্মা নামে ওই যুবক এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।

এ ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনিদৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে পকসো আইনে ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত অভিযুক্ত বর্মা ঘটনার পর রাজ্য থেকে পালিয়ে যায় ।সে ব্যাঙ্গালোরে অবস্থান করছে বলে পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে ।সেই খবরের ভিত্তিতে ব্যাঙ্গালোর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্যের পুলিশ সেখান থেকে তাকে আটক করে রাজ্যে নিয়ে এসেছে।

তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনের ধারায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

জমি রয়েছে তার। সেই জমিতেই কৃষিকাজ করেন। আর্থিক দিক দিয়ে নগেন্দ্র স্বচ্ছল নন। পাচারের সামগ্রী আদান-প্রদানের কাজে নিযুক্ত তিনি।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

করবে। মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন, স্থানীয় পণ্যের প্রতি সমর্থন জানানোর এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। আমাদের লক্ষ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে রাজ্য সরকার।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করতে সেতুর মতন কাজ করবে। ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে আসিয়ান গোষ্ঠী ভুক্ত দেশগুলি যা ভাবে। ভারতও সেই একই ভাবনার শরিক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সম্মেলনে দশটি আসিয়ান ভুক্ত দেশ অংশগ্রহণ করেছে।

চেয়ারম্যান

● প্রথম পাতার পর

কুমার দেব ও খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেবের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্যে রয়েছে রাজ্যে খাদ্য মজদ রাখার পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা, পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য রাজ্যে পাঠানো এবং স্থানীয় ক'ষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়। রাজ্যে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য মজদ রাখার জন্য নতুন খাদ্য গুদাম তৈরীর বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে। ভারতীয় খাদ্য নিগমের আগরতলা ডিভিশন্যাল অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় সালিশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সালিশি সভায় অভিযুক্ত সমিরদাস ঘটনার দায় অস্বীকার করে। তখন উত্তেজিত জনতা তাকে আটক করে বেদম প্রহার করেন। তাকে আটকে রেখে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয় এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

কমলাসাগরে

● প্রথম পাতার পর

কোনোভাবেই টাকা দিতে সম্মত হয়নি। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। এর জের ধরে গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ আলমের নেতৃত্বে চার দুর্বৃত্ত শাহ আলম মিয়ার বাড়িতে হামলা এবং ভাঙচুর চালায়। দুর্বৃত্তদের হামলায় ৪ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে। অভিযুক্তরা হলো মালো মিয়া, প্রসেনজিৎ দেব, প্রশান্ত সরকার এবং মনির মিয়া।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকে তারা পলাতক বলে জানা গেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলতলী এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

তা নিয়ে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এ পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।কুলাই সেতুর নিচে শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করেছে। জানা গেছে ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন রা পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায়নি।কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। বিশ্রামগঞ্জ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির জন্য উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরীক্ষার্থী

● প্রথম পাতার পর

রিভিউর ফলাফলে ৮ নম্বর বেড়ে মোট নম্বর হয় ৪৭৫। তাতেও ফলাফলে দীপ্তনু খুশি নয়। সে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে চ্যালেঞ্জ করে সেল্ফ ইন্সপেকশানের জন্য আবেদন করে। সেখানে আরও ৭নাম্বার বেড়ে দীপ্তনু ৪৮২ নম্বর পেয়ে যৌথ ভাবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০২০তে চতুর্থ স্থান দখল করে। এই ফলাফলেও দীপ্তনু সন্তুষ্ট নয়।

আজ তার এই ফলাফলে আবেগে আপ্লুত হয়ে খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩১ আর কে পুর মন্ডলের পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে করা হয় দীপ্তনুর খিলপাড়া স্থিত নিজ বাড়িতে। উপস্থিত ছিলেন খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানিক চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুজিত কুমার লোধ, ৩১ আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, শক্তি কমিটির সদস্য কুন্তল দাস, কুলক চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

দীপ্তনুর এই দৃঢ় প্রত্যয় দীপ্তনুকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে নেতৃত্বরা দাবি রাখেন। খিলপাড়া সহ গোটা উদয়পুর দীপ্তনুর ফলাফলে আপ্লুত হলেও একটা কথা সবার মুখে মুখে শোনা গেলো- এই ফলাফলের জন্য দায়ী থাকল কে ? ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কি এর উত্তর দিতে পারবে? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেলো।

উমাকান্ত স্কুলের সামনে কবিগুরির মূর্তি বসানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ আইএনপিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। রাজধানীর উমাকান্ত স্কুলের সামনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানো তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আইএনপিটি দল।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানো প্রতিবাদ জানিয়ে হেজামারা দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে।দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে অবিলম্বে সেখান থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মরমূর্তি তুলে নিয়ে সেখানে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এর মূর্তি স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে উমাকান্ত একাডেমি স্কুল স্থাপন করেছিলেন মহারাজা।সে কারণেই এখানে মহারাজার মূর্তি স্থাপন না করে অন্য কারোর মূর্তি কোন ভাবে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। উমাকান্ত স্কুলের সামনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর কে অপমানিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন। অবিলম্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি সরিয়ে নিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এর মূর্তি স্থাপন করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠন কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা আবেদন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য গত দুদিন আগে উমাকান্ত একাডেমি স্কুলের সামনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানো হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।মহারাজা মূর্তি বসানো দাবি জানিয়ে একটি উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন দাবি তুলেছে তা নিয়ে রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্র রীতিমত বিতর্ক এর ঝড় বইতে শুরু করেছে।

রাত পোহালেই আলোর উৎসবে মেতে উঠবে শহর-গ্রাম- পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।। রাত পোহালেই আলোর উৎসবে মেতে উঠবে সমগ্র দেশ। অমাবস্যার অমানিশায় দীপাবলিতে শ্যামাপূজা মেতে উঠবে দেশের প্রতিটি শহর-গ্রাম- পাহাড়। সমগ্র দেশের সাথে আমাদের পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাও মাতৃ শক্তি আরাধনা করতে প্রস্তুত। আর এই ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ও শ্যামা পূজা কে কেন্দ্র করে বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তারা কিন্তু কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও তেমন ধুমধাম করে দেওয়ালি উৎসব পালন করা না গেলেও করোনা জনিত কারণে এ বছর সরকারি বিধি নিষেধের ঘেরাটোপে হচ্ছে দেওয়ালি উৎসব।

তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কালীটিলা স্থিত 'কালীটিলা যুব সংস্থা'- এবছরে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। তাদের এ বছর কার শ্যামা পুজোর থিম রয়েছে করুণা ভাইরাস এবং নারী নির্যাতনের উপর। যা দর্শনার্থীদের ভিড় জমবে 'কালীটিলা যুব সংস্থা'-র পুজো প্যান্ডেল প্রাঙ্গণে মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। তাছাড়া এবারকার পুজোয় "কালীটিলা যুব সংস্থা "- একগুচ্ছ সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।এরমধ্যে গরীব দুঃস্থদের মধ্যে বস্তু বিতরণ সহ অন্যান্য আরো অনেক কর্মসূচি হয়েছে, জানিয়েছেন কালীটিলা যুব সংস্থা ক্লাবের সদস্য তমাল দেব। তাছাড়া বরাবরের ন্যায় বিগ বাজেটের শ্যামা পুজোর মধ্যে অন্যতম তেলিয়ামুড়া দশমিঘাট স্থিত 'নিউ স্টার ক্লাব' কিন্তু এবছর শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো জাঁক জমকপূর্ণভাবে না হলেও সরকারি নিয়ম নির্দেশিকার ঘেরাটোপে হচ্ছে এ বছর কার তাদের পুজো।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চালু করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এরমধ্যেই রাজঘাট এডিসি ভিলেজে ১০০ শতাংশ বাড়িতেই পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা সরকারের একটা বড় সাফল্য বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার যেসব বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছে তা আধিকারিকদের দ্রত চিহ্নিত করে রূপায়ণ করাই একজন পারদর্শী আধিকারিকের পরিচয়। দায়বদ্ধতা, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জনগণের পরিষেবাকে দ্রত কার্যকর করাই আধিকারিকদের অন্যতম দায়িত্ব। বর্তমানে ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর যে রাস্তা তৈরি হয়েছে সেই রাস্তাকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত টি সি এস আধিকারিকগণ অগ্রণী ভূমিকা নেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, একজন টি সি এস আধিকারিকদের কাছে জনগণের সেবার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাদের মাধ্যমেই সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয় এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ উপক'ত হন। মুখ্যসচিব বলেন, নবনিযুক্ত টি সি এস আধিকারিকদের দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়ণতা এবং সততার সাথে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি দায়িত্ব পালনে মানসিকভাবেও শক্তিশালী হতে হবে। স্বাগত বক্তব্যে রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা বলেন, রিজিওন্যাল সার্ভে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ৩০ জন নবনিযুক্ত টি সি এস প্রবেশনারি আধিকারিকগণ সার্ভে এবং সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তা কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে রূপায়ণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রিজিওন্যাল সার্ভে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ভাস্কর দাশগুপ্ত।

গ্রেপ্তার তিনজন

আটের পাতার পর

তার জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি হত্যা মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এই হত্যা মামলায় জড়িত ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রিয়া মাধুরী জানান এ ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।উল্লেখ্য তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগান এলাকায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে ।অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

বিরোধী অভিযান

আটের পাতার পর

পড়তে শুরু করেছে। সে জন্য বাধ্য হয়ে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিরোধী অভিযান চালানো হয়। তিনি আরো জানান সামনে আলোর উৎসব দীপাবলি ।দীপাবলি উৎসবে প্রতিবছরই সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে বিকট আওয়াজে পটকা বাজি ফাটানোর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় ।এই প্রবণতা বন্ধ করার লক্ষ্যেই মহারাজগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন পটকাবাজি বিক্রয় এর দোকান গুলোতে অভিযান চালানো হচ্ছে ।মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবসায়ীদের আবারো সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে তারা যেন কোনোভাবেই আওয়াজের শব্দবাজি বিক্রি না করেন ।সরকারি নির্দেশ অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।প্রসঙ্গক্রমে সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে সরকারি কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে মাক্স ব্যবহার করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। এ ধরনের প্রবণতা এবং অসচেতনতা করুণা ভাইরাস সংক্রমণকে আবারো আমন্ত্রণ জানাতে পারে। সে কারণেই এ বিষয়ে সচেতন করতে প্রশাসনের তরফ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।যারা এসব সরকারি নির্দেশ মানবে না তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক ।শুধু মহারাজগঞ্জ বাজারে নয় রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক।

দায়িত্ব নিজেরাও নেওয়া যায় দেখিয়ে দিল 'পৃথিবীর পাঠশালা'

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হিস)। ক'মাস ধরে চলছে কলেজ স্ট্রিটের 'পৃথিবীর পাঠশালা'। একটি বাড়ির ছাদে তৈরি হয়েছে চারটি ক্লাশঘর। মোট পড়ুয়া প্রায় ১১২। কিছুদিন ধরেই উপস্থিতি কম কম। বৃহস্পতিবার এক অভিযানে শিক্ষকরা দেখলেন পড়ুয়াদের অনেকেই অসুস্থ।

রাজ্যের নানা স্থানে লকডাউনের পর চালু হয়েছে' পৃথিবীর পাঠশালা'। সংখ্যাটা এই মুহূর্তে ৩৬। মূলত প্রেসিডেন্সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পড়ুয়ার উদ্যোগে চলছে কলেজ স্ট্রিটের এই দাতব্য প্রতিষ্ঠান। জোয়া আখতার (৫), আবু আহাদ (৪), মোহাম্মদ দিলশাদ (৪), মোহাম্মদ আলতামাস (৬)-এর মত অভাবী ঘরের পড়ুয়াদের নিয়ে চলে এটি। সপ্তাহে ছ'দিন, বিকেল চারটে থেকে ঘন্টা তিন। পড়ুয়ারা কাছের কোনও একটা স্কুলে পড়ে। 'পৃথিবীর পাঠশালা'-য় ঝালিয়ে বা বুঝে নেয় নবীন শিক্ষকদের কাছে।

শিক্ষক বলতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চারী মিত্র, প্রেসিডেন্সির অনুভব বিশ্বাস, শ্রুতি বসু, রণিত দত্ত, মনোজ ঘোষের মত জনা কুড়ি সমাজসেবী। ওঁদের অন্যতম, প্রেসিডেন্সির অর্থনীতি বিভাগের সায়ন চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে জানান, "কদিন ধরে কম পড়ুয়া আসছে। জিজ্ঞাসা করলে শুনছি, জ্বর হয়েছে। বাচ্চাদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া হল, রক্ত পরীক্ষাও করানো হল। দেখা গেল, ডেঙ্গু। কারও কারও ম্যালেরিয়া। আবার পাঠশালারই একজন শিক্ষকেরও ম্যালেরিয়া ধরা পড়ল।

পাঠশালায় তখন আমাদের জোর আলোচনা- কিছু একটা করতেই হবে। বোঝা গেল, আমাদের সবাইকে মিলেই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে এলাকায় মশার প্রকোপ ঠেকাতে পারি। ছাত্রছাত্রীরাও হইহই করে এগিয়ে এল। পোস্টারে কি কি করণীয় তা লেখা হলো সবাই মিলে। তারপর ঘরে ঘরে যাওয়া হল সবার সাথে কথা বলতে। আর পরিস্কারও করলাম গোটা মহল্লাটা। ছাত্রছাত্রীরা তো সবাই উৎসাহ নিয়ে ছিল তো বটেই, হাত লাগালেন এলাকাবাসীরাও। এভাবে আমরা সবাই শিখলাম, কিভাবে নিজের এলাকার দায়িত্ব নিজেরাও নেওয়া যায়।"

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি'র প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি'র এক প্রতিনিধিদল আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় ফোরামের পক্ষ থেকে ১৯ দফা দাবী সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। দাবীগুলির মধ্য থেকে তিনটি বিষয় নিয়ে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই তিনটি দাবীর মধ্যে রয়েছে কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমা, বি'পন নীতি নিয়ে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা দ্রত কার্যকর করা এবং গৃহহীন সাংবাদিকদের আবাসনের বিষয়। সাক্ষাৎকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি'র সদস্যদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। আলোর জয় নিশ্চিত। সকলের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। মানুষ সব সময় উন্নয়নের পক্ষেই থাকে।

প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবীমা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তাছাড়া বি'পন নীতি সংশোধনের জন্য তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের আবাসনের বিষয়টিও সরকার আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করছে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধিদলের সাথে ছিলেন ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি'র কনভেনার সেবক ভ-াচার্য, প্রণব সরকার, সুরজিৎ পাল, কমল কলই, সৈয়দ সাজ্জাদ আলি সহ অন্যান্য সদস্যগণ।

আঠারমুড়া পাহাড়ে গণহারে বন নিধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।। বন দস্যুদের তাণ্ডবে প্রতিনিয়ত চলছে বন নিধন যজ্ঞ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অন্তর্গত আঠারো মুড়া পাহাড়ে, এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও নির্বিকার মহাকুমা বনদপ্তর। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার আঠারো মুড়া পাহাড়ের একটি সময় ছিল সবুজ শ্যামলী গাছ-গাছালিতে ভরা। কিন্তু দিনের পর দিন বনদস্যুদের দ্বারা চলছে বন নিধন যজ্ঞ। বনের মূল্যবান গাছ পালা প্রতিনিয়ত রাতের অন্ধকারে সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে বনদস্যুদের দল ।সংবাদে জানা যায়, চাকমা ঘাট থেকে চামলছড়া পর্যন্ত আঠারো মুড়া পাহাড়ের গাছপালা কেটে উজাড় করে দিচ্ছে বনদস্যুরা। বিগত কয়েক বছর ধরে পুলিশ ও বনকর্মীদের ম্যানেজ করে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান গাছ কেটে পাচার করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে আরও জানা গিয়েছে ,বনকর্মীদের উদাসীনতায় বনের মূল্যবান গাছ কেটে ত্রিপুরা রাজ্য সহ বহি রাজ্যে পাচার করে দিচ্ছে বনদস্যুরা। এদিকে আঠারোমুড়া পাহাড় তথা ৩৫,৩৬,৩৭,৪১,৪৩,৪৫,৪৭- মাইল সহ গভীর জঙ্গল আজ ফাঁকা ।বিগত সরকারের আমলে জঙ্গল মাফিয়ারা রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা বহু মূল্যবান দৈত্যাকার শাল, সেগুন,গামাই সহ গাছ কেটে দিয়ে রাজ্য কিংবা বহি রাজ্যে পাচার করে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। আঠারো মোরা বাসীদের অভিমত বিগত ১০ বছর পূর্বে আঠারো মুড়া পাড়ার ছিল গাছ গাছালি, জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ছিলো ঘন বনাঞ্চল। বর্তমানে জঙ্গল হয়েছে উজার এদিকে বর্তমানে চলছে জঙ্গল থেকে গাছ কাটার প্রতিযোগিতা। এখন দেখার বিষয় আমাদের চ্যানেলের সংবাদ সম্প্রচারের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীত ঘুম আদৌ কবে নাগাদ ভাঙ্গে।

শহীদ জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন নরসিহগড় অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ রাজ্যের বীর জোয়ান শহীদ স্মরণে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। স্মরণসভায় অসংখ্য মানুষজন সামিল হন ।প্রত্যেকেই বীর শহীদ জওয়ান সুদীপ সরকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর নেতৃবৃন্দ বলেন বীর শহীদ সুদ্বীপ সর্কার রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ।তিনি আত্ম বলিদান করে দেশমাতৃকাকে বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে নজির স্থাপন করেছেন তার প্রতি দেশবাসী এবং রাজ্যবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। শহীদ বীর জওয়ান সুদীপ সরকারের পরিবার পরিজনদের প্রতি ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

আহত সাত

আটের পাতার পর

টেনে বের করে ।খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ ও বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। বিশ্রামগঞ্জ থেকে সাথে সাথেই অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা এসে আহতদের বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায় ।আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা বেগতিক দেখে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তথা ডাঃ রতন দেব্বর্মা তাদেরকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। গাড়িতে থাকা যাত্রীরা হলেন ঝুটন দেবনাথ, ৭২ বছর। গৌতম দেবনাথ, ৩৫ বছর মঞ্জু দেবনাথ, ৩৫ বছর উদয়ন দেবনাথ, কনিকা নাথ ভৌমিক। অটো চালক প্রহল্লাদ চক্রবর্তী (পলো) মারাত্মক ভাবে জখম হয় ।আহত পাঁচজনের বাড়ি দক্ষিন চড়িলাম এলাকায় ।আহতদের পৌঁছানোর পর বিশালগড় থেকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়িটি পৌঁছলে কর্মীদের কিল ঘুসি মারতে থাকে এলাকবাসীরা ।প্রাণ বাঁচাতে অগ্নিনির্বাপক কর্মী রা বিশ্রামগঞ্জের দিকে ছুটে যায় ।তবে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ১২ নভেম্বর আগরতলা টাউন হলে জাতীয় স্কুল গেমগুলির মধ্যে একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

হাসপাতাল ছেড়ে ম্যারাডোনার ঠাঁই মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্রে

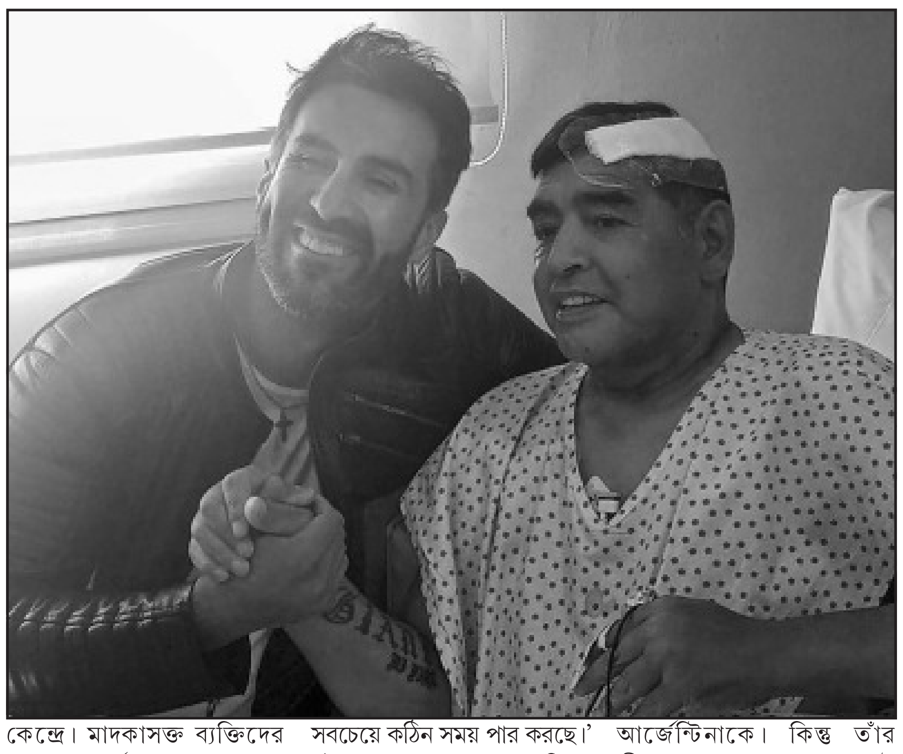

আগে সুখবরটা বলা যাক। কাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ম্যারাডোনা। আট দিন আগে বুয়েনস এইরেসের হাসপাতালে তাঁর মস্তিষ্কে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত (ক্লট) অপসারণ করা হয়। অস্ত্রোপচার সফল হওয়ার পর একটু সুস্থ হতেই বাসায় ফিরতে পীড়াপীড়ি শুরু করেছিলেন ’৮৬ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। কিন্তু ৬০ বছর বয়সী ম্যারাডোনার শারীরিক অবস্থা বুঝে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন চিকিৎসকেরা।এক দশকের বেশি সময় ধরে ম্যারাডোনার স্বাস্থ্যগত সমস্যার চিকিৎসা করা আলফ্রেদো কাহে তখন জানিয়েছিলেন, মদ্যপান থেকে দূরে থাকার প্রতিক্রিয়া হিসেবে চৈতন্য হারানোর মতো সমস্যায় ভুগছেন ম্যারাডোনা। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে কাহে বলেছিলেন, ‘মদ্যপান বন্ধ করতে তাঁকে চিকিৎসা নিতেই হবে। তাঁর পরিবারের সবাই একমত যে ডিয়েগো এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ডিয়েগোর সামনের দিনগুলোয় কী ঘটবে, সেটা একটা রহস্য। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। তিনি এভাবে বাসায় ফিরতে পারেন না।’অর্থাৎ মদের আসক্তি তাঁকে হাসপাতাল ছাড়তে দেরি করিয়ে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কাল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতাল ছাড়েন ম্যারাডোনা। তবে বাসায় ফিরতে পারেননি। সোজা চলে যান বুয়েনস এইরেস থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরাঞ্চলের শহর তাইগ্রের একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর মেয়ে জিয়ান্নিনার বাসা থেকে কাছেই। মদের আসক্তি কাটিয়ে উঠতে সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তিকে।চিকিৎসক লিওপোলদো লুকু সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমাদের ম্যারাডোনাকে দেখাশোনা করতে হবে, বিশেষ করে এ অবস্থায়।’ ম্যারাডোনার আইনজীবী মাতিয়াস মোরলা এর আগে জানিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেল শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠার পথে। শরীরের নানা ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন ম্যারাডোনা। মোরলা বলেন, ‘ডিয়েগো সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে।’ তাঁর ভাষায়, ম্যারাডোনার মস্তিষ্কে রক্ত জমাট ধরা পড়াটা ‘অলৌকিক ব্যাপার, যা তার জীবনও কেড়ে নিতে পারত।’সব সময় যেটিকে ‘বন্ধু’ বানিয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি, তাঁর শরীরে সেই অ্যালকোহলের স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব এখন স্পষ্ট। মদ্যপানের অভ্যাস থেকে বিরত থাকার পর শরীরে যেসব উপসর্গ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেসব কারণে শিগগিরই বাসায় ফিরতে পারছেন না নাপোলির সাবেক এই তারকা। ম্যারাডোনা অনেকের চোখেই তর্কযোগ্যভাবে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। ১৯৮৬ বিশ্বকাপ প্রায় একাই জিতিয়েছেন আর্জেন্টিনাকে। কিন্তু তাঁর জীবনযাপনের ধরন সব সময়ই বিতর্ক কুড়িয়েছে।নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ায় তাঁর ক্যারিয়ারের শেষটা মোটেও ভালো হয়নি। কোকেন সেবনের অভিযোগও রয়েছে ম্যারাডোনার বিরুদ্ধে। মোট কথা, এমন জীবনযাপনের কারণে এর আগে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে যেতে হয়েছে ম্যারাডোনাকে। এখন আর্জেন্টিনার ক্লাব জিমনাসিয়ার কোচের দায়িত্বে আছেন ম্যারাডোনা। অসুস্থ হওয়ার আগে গত ৩০ অক্টোবর তাঁর ৬০তম জন্মদিনে সর্বশেষবার ম্যারাডোনা যখন প্রকাশ্যে এসেছিলেন, তখন তাঁকে বেশ দুর্বলই লেগেছিল সবার।

শাহরুখ-প্রীতির পর আইপিএলে ভারতের আরেক কিংবদন্তি অভিনেতা ?

বলিউড তারকারা মেতে থাকেন আইপিএল নিয়ে। শাহরুখ খান ও প্রীতি জিনতার তো নিজেদেরই দল আছে। অন্য তারকারাও কোনো না কোনো দলের সমর্থক। মৌসুম শুরু হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব থাকেন না তাঁরা। অবস্থা যখন এমন, তখন মোহনলালকে যদি আইপিএল গ্যালারিতে দেখা যায়, তাহলে কথা তো উঠবেই। ভারতীয় সিনেমার আরেক কিংবদন্তি কি তাহলে দল কিনবেন আইপিএলে ?মোহনলালের পরিচয়টা আগে দেওয়া যাক। তিনি ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি। বিশেষ করে মালয়ালম সিনেমার পাঁচবার জাতীয় পুরস্কারজয়ী। পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ খেতাবজয়ী মোহনলালের ‘দৃশ্যম’ সিনেমা এ দেশের দর্শকদের কাছেও ভীষণ জনপ্রিয়।পরশু আইপিএল ফাইনালে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দেখা যায় মোহনলালকে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জন উঠেছে, আইপিএলে দল কিনতে পারেন ৬০ বছর বয়সী এ অভিনেতা।দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে তোলা হচ্ছে এই গুঞ্জন।

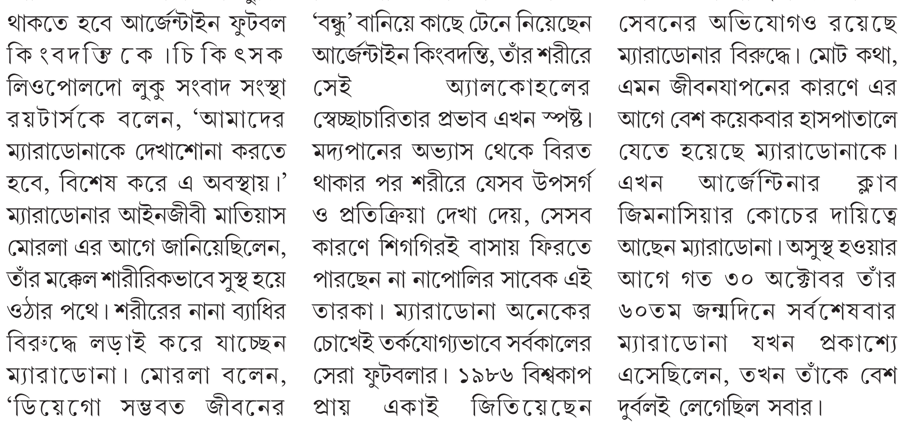

আইপিএলের আগামী মৌসুম থেকে নতুন একটি দল সংযোজন করার কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নবম সেই দল আহমেদাবাদ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।ফাইনালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে মোহনলালকে গ্যালারিতে বেশ খোশমেজাজেই দেখা গেছে। ‘দৃশ্যম ২’ সিনেমার শুটিং শেষ করে দুবাইয়ে কয়েক দিন ছুটি কাটাতে এসে ক্রিকেট দেখার লোভটা সামলাতে পারেননি দক্ষিণি এ অভিনেতা। গ্যালারিতে আইপিএল আয়োজকদের সঙ্গে তাঁর তোলা সেলফি এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল।ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শুধু মোহনলাল নয়, অনলাইন পোর্টাল ‘বাইজু’কে ঘিরেও আইপিএলে দল কেনার গুঞ্জন ছড়িয়েছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল দুবাইয়ে পারিবারিক ছুটি কাটাতে গেছেন মোহনলাল।পরে জানা যায় ‘ব্যবসায়িক কাজ’ও আছে। ভারতীয় সংবাদকর্মী রজনীশ এ নিয়ে টুইট করেন, ‘দুবাইয়ে মোহনলালের আইপিএল ফাইনাল দেখতে যাওয়ার পেছনে আরও কারণ আছে। গুঞ্জন চলছে, মোহনলাল ও বাইজু আইপিএলে দল কেনার চেষ্টা করবে। তবে এখনো কোনো কিছুই অফিশিয়াল নয়।’করোনাভাইরাস মহামারির কারণে এবার আইপিএল থেকে তেমন লাভবান হতে পারেনি বিসিসিআই। এবারের টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দর্শকহীন মাঠে। আর্থিক লোকসান পুষিয়ে নিতে আইপিএলে আরও একটি দল খেলানোর কথা ভাবছে বিসিসিআই।

মুম্বাই ইন্ডিয়ানস কেন সবচেয়ে সফল

আইপিএলের ইতিহাসে এবারই প্রথম গ্রুপ পর্বে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে ছয়টি করে ম্যাচ জিতেছে। এক আসরে সবচেয়ে বেশি সুপার ওভারও হয়েছে এবার। এক ম্যাচে তো বিজয়ী খুঁজে বের করতে দুবার সুপার ওভার আয়োজন করতে হলো। এসব পরিসংখ্যান দেখে মনে হতেই পারে, খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে বুঝি এবারের আইপিএলে।

কিন্তু মরুর দেশে আট দলের এই লড়াইয়ের মধ্যে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের খেলা দেখে কি একটিবারের জন্যও মনে হয়নি, তারা অন্য সব দলের চেয়ে আলাদা? বাকি সাত দলের খেলা দেখে একটিবারের জন্যও কি মনে হয়েছে, তারা নিয়মিত রোহিত-বুমরাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ক্রিকেট খেলতে পারে?উত্তরটা ‘না’—ই হবে। ক্রিকেটীয় শক্তি প্রদর্শনের লড়াইয়ে মুম্বাই এবারও সবাইকে বুঝিয়েছে, টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল তাদের এমনি এমনি বলা হয় না। প্রমাণ? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটা দল ভালো করছে কি না, তার প্রায় প্রতিটি মাপকাঠিতে মুম্বাই বাকি দলগুলোর চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে ছিল। যেমন গোটা টুর্নামেন্টে মুম্বাই এবার ছক্কা মেরেছে ১৩৭টি। ছক্কায় দ্বিতীয় সেরা দলের চেয়ে ৩৪টি বেশি। সবচেয়ে কম ছক্কা মারা দলটার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। টি-টোয়েন্টি মানেই মারকাটারি খেলা, আর ঝড় তোলা এই খেলায় স্বাভাবিকভাবে ব্যাটিং ভালো হয় ছক্কা বেশি মারলে। সে কাজটা অন্য সবার চেয়ে অনেক ভালোভাবে করেছেন ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়ারা।মুম্বাই যে এই এক বছরই এত ভালো খেলল, তা কিন্তু নয়। গত আট মৌসুমের মধ্যে পাঁচবারই শিরোপা গেছে তাদের ঘরে। আইপিএলের ইতিহাসে শুধু তিনবার এমন হয়েছে, যখন গ্রুপপর্বে শীর্ষে থাকা দলের হাতেই উঠেছে শিরোপা। তিন উদাহরণের মধ্যে দুটিতেই মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের নাম লেখা। তাদের ধারাবাহিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধ হয় এটাই। তাদের ক্রমাগত সাফল্যের পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারেআসুন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের মূল খেলাটা কিন্তু মাঠের ২০-২০ মোট ৪০ ওভারেই হয় না। হয় নিলামের টেবিলেও। আর সে লড়াইয়ে বহু বছর ধরেই সবাইকে টেক্কা দিয়ে আসছে মুম্বাই। ২০১৩ সালের আগে মুম্বাই একবারও শিরোপা জেতেনি। যদিও শিরোপা—খরা কাটানোর আশায় তারও বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই কাজ করা শুরু করে দিয়েছিল আম্বানি পরিবারের এই দলটা। সেবার দলের কোচ হিসেবে আসেন ভারতের সাবেক কোচ জন রাইট। এক মৌসুম কোচের দায়িত্বে থেকে শিরোপা জেতালেও আসল কাজটা তিনি করছিলেন সবার আড়ালে। যেসব তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার আলো ছড়ানোর সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তাঁদের বেছে বেছে মুম্বাইয়ের স্কাউটিং নিয়ে আসে এই জন রাইটের নেতৃত্বে। এক মৌসুম পর জন রাইট দলের মূল স্কাউট হয়ে যান।

এক রোহিত শর্মা ছাড়া তেমন কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের ওপরেই মুম্বাই অত খরচ করেনি, গড়ে তুলেছে তরুণদের। ধীরে ধীরে দলে আসতে থাকেন যশপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুনাল পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবের মতো আনকোরা তরুণ। প্রায় অর্ধযুগ পর এখন প্রত্যেককেই মুম্বাইয়ের ‘শিরদাঁড়া’র একেক অংশ। ভারতীয় ক্রিকেটার দলে টানার ক্ষেত্রে স্কাউটদের ওপর ভরসা করা মুম্বাই বরং টাকা ঢেলেছে টি-টোয়েন্টির প্রতিষ্ঠিত পারফরমারদের দিকেকাইরন পোলার্ড, লাসিথ মালিঙ্গা। দেশি স্পিনার, বিদেশি পেসার ভারত কখনোই তেমন দ্রুতগতির পেসার উপহার দিতে পারেনি ক্রিকেট বিশ্বকে। যদিও সাম্প্রতিক কালে বুমরা, মোহাম্মদ শামিরা সে ধারণাকে বদলে দিচ্ছেন ধীরে ধীরে। বরং ভারতের শক্তির জায়গা সব সময়ই ছিল স্পিন। সে কথা মাথায় রেখে কয়েক বছর ধরে দেশীয় স্পিনারদের ওপর ভরসা রেখে যাচ্ছে মুম্বাই। এবারের দলেই যেমন, বৈচিত্র্যময় তিনজন স্পিনার ছিলেন মুম্বাই দলে। রাহুল চাহার লেগ স্পিনার, ক্রুনাল বাঁহাতি অফ স্পিনার, আর ফাইনাল ম্যাচ খেলা জয়ন্ত যাদব ডানহাতি অফ স্পিনার। আর ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে রোহিতও বোলিং আক্রমণে কখনো ক্রুনাল, কখনো রাহুলকে আনতে পারছেন।পেস বিভাগে মুম্বাইয়ের ভরসার জায়গা বরাবরই বিদেশের তারকারা। শ্রীলঙ্কার মালিঙ্গাকে টি-টোয়েন্টির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বোলার বলা হলেও অত্যুক্তি করা হবে না। ইনিংসের শেষ ওভারগুলোয় কিপ্টে বোলিং করায় জুড়ি নেই এই মালিঙ্গা-বুমরার। এবার যদিও মালিঙ্গা ছিলেন না, কিন্তু তাতেও ভেঙে পড়েনি মুম্বাইয়ের বোলিং। মালিঙ্গার অভাব ভাগাভাগি করে মিটিয়েছেন দুই ডানহাতি অস্ট্রেলীয় তারকা পেসার জেমস প্যাটিনসন ও নাথান কোল্টার-নাইল। বুমরা ‘ডেথ ওভার’গুলো সামলেছেন, ইনিংস শুরুর পাওয়ার প্লেতে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের গলায় ফাঁস পরিয়ে রাখতেন কিউই পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। ওদিকে মালিঙ্গা-বুমরার মতো দুই ডানহাতি পেসার থাকার কারণে মুম্বাই বরাবরই বিদেশি বাঁহাতি পেসার কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে বিভিন্ন বছরে দলে এসেছেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান, নিউজিল্যান্ডের মিচেল ম্যাকলেনাহান, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল জনসন ও জেসন বেরেনডর্ফ। এবার ছিলেন বোল্ট। ব্যক্তিনির্ভরতা নয়, দলগত প্রচেষ্টা বোল্টের কথাই ধরুন। এর আগে দিল্লি ক্যাপিটালস কিংবা কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে তেমন সাফল্য দেখাতে না পারা সেই বোল্টই এবার মুম্বাইয়ের আইপিএল জয়ের অন্যতম নায়ক। কেন? কারণ, এর আগে যারাই তাঁকে দলে নিয়েছিল, সবাই তাঁর কাছে সবকিছু চাইত। ইনিংসের শুরু ও শেষে বল করো, ডট বল দাও, রান আটকাও, উইকেট নাও। এত কিছু করতে গিয়ে একটা কাজও ঠিকঠাক করতে পারতেন না বোল্ট।মুম্বাইয়ে এসে তাঁর ভূমিকাই বদলে গেছে। বুমরা ছিলেন, তাই ডেথ ওভারে রান আটকানোর চিন্তা ছিল না। চাহার, ক্রুনাল, কোল্টার-নাইল কিংবা প্যাটিনসন, ক্ষেত্রবিশেষে হার্দিক, পোলার্ডসবাই টুকটাক উইকেট নিতে পারেন। বোল্টকে বলাই হয়েছিল শুরুর পাওয়ার প্লেতে সুইংয়ের জাদুতে আক্রমণাত্মক বোলিং করার জন্য। সে কাজটা দুর্দান্তভাবে করেছেন ২৫ উইকেট নিয়ে, এই আসরে পাওয়ার প্লেতে তাঁর চেয়ে বেশি উইকেট আর কেউ পাননি। ওদিকে বুমরা নিয়েছেন ২৭টি। অর্থাৎ চাপ সবাই ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন।ব্যাটিংয়েও একই অবস্থা। দলে রোহিত শর্মার মতো ব্যাটসম্যান আছেন বলে বাকিরা গা ছাড়া দিয়ে থাকবেন, তেমনটা হয়নি। বরং এবার রোহিতই নিষ্প্রভ ছিলেন। মিডল অর্ডারে সূর্যকুমার যাদব ও ঈশান কিষানের ব্যাটিং ছিল মুম্বাইয়ের মূল শক্তি। আইপিএলে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় যদিও কুইন্টন ডি ককের নাম নেই, কিন্তু তাঁর কাছে দল প্রতি ম্যাচে চাইত একটা বিধ্বংসী সূচনা, যেটা তিনি উইকেট হারানোর ঝুঁকি নিয়েই এনে দিয়েছেন ম্যাচের পর ম্যাচ। যে কারণে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় ডি ককের নাম ওপরে না থাকলেও পাওয়ার প্লেতে সবচেয়ে বেশি রান দক্ষিণ আফ্রিকার এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যানই তুলেছেন। রোহিত-ডি ককের পর সূর্যকুমার-ঈশান, শেষ দিকে হার্দিক-পোলার্ডব্যাটিংয়ে সবার কাজই ছিল নির্দিষ্ট।

পরিসংখ্যান-নির্ভরতা

এ যুগে জিততে হলে শুধু অনুশীলন নয়, মাথায় রাখতে হয় প্রতিপক্ষের দুর্বলতার বিষয়টাও। আর কীভাবে এই দুর্বলতা বের করা যায়? পরিসংখ্যান! মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এই পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করেছে অনেক। ক্রীড়াবিশ্লেষক গৌরব সুন্দররমনের মতে, ‘আমি যখন আমার সাবেক কর্মক্ষেত্র স্পোর্টস মেকানিকসের হয়ে কাজ করতাম, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস তখন আমাদের কাছ থেকে সাহায্য নিত। তারা খুবই জটিল ও কৌশলী তথ্যগুলো জানতে চাইত। দলের অধিনায়ক আর তথ্য বিশ্লেষকের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকাও জরুরি। এটাই মুম্বাইকে সফল করে তুলেছে। তারা অসংখ্য তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।’

No F. 26(4-48) SCERT/PUB/2020/1208
Dt. 11 November,2020

NOTICE INVITING e-TENDER

Director, SCERT, Abhoynagar, Agartala, Tripura invites online e-tender in 2(two) bid system (Technical & Financial) with item-wise contract type for the following work:
Name of Work: Printing, Binding & Supply of 1/4th Demy Size Text Books covering of 31
(Thirty One) nos. titles of Classes 1-VIII for the academic session 2021-2022. Tender ID : 2020_DyDIR_13661_1 Tender Value : Rs.8,00,00,000 Earnest Money : Rs.16,00,000/- Tender Fee : Rs. 3,0001-Bid Submission Start Date : 07-11-2020 at 17:00 hrs.
Last date & time of submission of e-tender: 30-11-2020, 16.00 hrs. Date &Tinie of opening of e-tender : 01-12-2020, 17.00 hrs. The e-tender and other details can be obtained from the web-sit.www.tripuratenders. qov. in.

ICA/C-2099/2020-21

(U.K. hakma)
Director, SCERT
Tripura

NO.F.1(7)-TGP/Disposal-Machineries/2015/1393-94
dated 09.11.2020

Short Notice Inviting Tender

Sealed Tender is hereby invited in plain paper by the Director, GA(Printing & Stationery) Department from the interested / intending buyers for Used Aluminum Plates on " AS IS WHERE IS BASIC" lying in the Tripura Govt. Press. The approximate quantity of the item is 1500 kgs. and the reserve value Rs.90.00 per kg. The last date for submission of tender is 10.12.2020 upto 3.00 p.m.

Not for publication

ICA/C02088/2020-21

Director
GA(Printing & Stationery)
Department

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview for the engagement of Guest Lecturer(s) will be held at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, P.O. Radhapur, West Tripura on 21st November, 2020 (Saturday) from 11:00 AM to 3:00PM. Interested candidates are hereby informed to report by 11:00AM positively. The engagement will be purely on temporary basis at remuneration (Honorarium) of Rs.400/- per class. Subjects for which Guest Lecturer(s) are required: 1) Civil Engineering, 2) English.

Eligibility Criteria:

For Engineering subjects (SL.01): Bachelor's Degree in Engineering/ Technology in the relevant branch with First Class or equivalent. For Management & allied subjects .
(SL.02) First class in Master Degree in English with First class or equivalent at Bachelor's or Master's Level. Candidate should be able to teach subjects like Communication Skill in English and should be familiar with software for enhancing the communication skill of the students. Candidates are requested bring their original documents and self-attested photocopies of the same for further submiss;on on that day positively, alongwith an application in plain paper, bio-data (bio-data format .3 available at www.tpikhumulwng.edu.in) and a passport size photograph fixed at the bio-data. No TA/DA will be provided for attending the interview.

ICA/D-843/2020-21

(T. Deb)
Principal-in-Charge TTAADC
Polytechnic Institute
Khumulwng, Tripura

PNIeT NO- 3WEE/PWD(DWS)/KMP/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Karnalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SI NO.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for biddirr
1	DNIe-T No.41/EE/PWD (DWS)/KM P/2020-21	Rs. 18,91,123.00	25-11-2020
2	DNIe-T Na.42/EE/PWD (DWS)/KM P/2020-21	Rs. 18,91,123.00	25-11-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website wvvvv.tripuratenclers.gtpv.in at free of cost. For contact 8974414234/9089352571.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2093/2020-21

Executive Engineer
DWS Division, Kama1pur Dhalai
District, Tripura dt. 03-11-2020

রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার কাজ করছেঃ উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। আজ বিকেলে কা'নপুর মহকুমার দশদা ব্লকের তুইসামা ভিলেজের এলকব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের নতুন ভবনের শিলান্যাস করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। স্কুলের নতুন ভবনের শিলান্যাস ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বিশেষ করে রাজ্যের জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা হচ্ছে জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। তাই রাজ্যে এখন নতুন ১৮টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল স্থাপিত হবে। ইতিমধ্যেই ১০টি স্কুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে বিধায়ক প্রেমকুমার রিয়াং বলেন, ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কা'নপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক হেমন্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দশদা বিএসি চেয়ারম্যান জিরেন্দ্র রিয়াং, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এলটি ডার্লং, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক নগেন্দ্র দেববর্মা, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক অভিরাম দেববর্মা, দশদা ব্লকের বিডিও সৈকত সাহা, সমাজসেবী গৌতম রায় প্রমুখ। তুইসামা ভিলেজে এই একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হবে ৫২ কোটি টাকা।

জয়নগরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়নগর যুবসমাজ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দিন দুপুরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো চোর। ২ রিক্সা চোরকে আটক করে গাছের সাথে বেঁধে উত্তম-মধ্যম দিয়েছেন উত্তেজিত জনতা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে এক রিকশাচালক যাত্রী নামিয়ে দেওয়ার জন্য ওই এলাকায় যান।যাত্রীদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র থাকায় রিকশাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে তালা দিয়ে ওইসব জিনিসপত্র যাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন রিকশাচালক।সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই দুই চোর রিস্কার তালা ভেঙ্গে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন স্থানীয় জনগণ বিষয়টি লক্ষ্য করেন।সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনগণ ওই দুই চোরকে হাতেনাতে আটক করে গণপ্রহার দেন। তাদেরকে আটক করে বেঁধে রেখে বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।খবর পাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পর বটতলা আউট প্রশ্নের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশ শেখান দুই চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। দিন-দুপুরে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জয়নগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই জয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চুরির ঘটনা উপর্যপরি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে আতঙ্ক বেড়ে চলেছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রাজ্যপাল রমেশ বৈশ একটি অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করেন। ছবি-নিজস্ব।

রেগায় পূর্বতন সরকারের তুলনায় এখন অনেক বেশি অর্থ গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে : মন্ত্রী রতনলাল

আগরতলা, ১২ নভেম্বর (হি.স.)।। করোনা-প্রকোপে ত্রিপুরায় অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় অর্থ পৌঁছে দেওয়ায় কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। বরং পূর্বতন সরকারের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় শেয়ার বাবদ বরাদ্দ অর্থের দ্বিগুণ অর্থ এখন মিলেছে। তেমনি, পূর্বতন সরকারের তুলনায় বেশি অর্থ এ-বছর এখন পর্যন্ত রেগায় বরাদ্দ করেছে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন রতনলাল নাথ এক তথ্য তুলে ধরে বলেন, বাম জমানায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় শেয়ার বাবদ বরাদ্দ হয়েছিল ৪০৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। সেই তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৮৭৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

এদিকে পূর্বতন সরকারের তুলনায় বর্তমান সময়ে শ্রম দিবসও অনেক বেশি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর কথায়, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪২ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল। সেই তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯ হাজার, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ২ হাজার এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে গতকাল পর্যন্ত ২ কোটি ৭১ লক্ষ ১৩ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

এদিন তিনি আরও দাবি করেন, পূর্বের তুলনায় এখন রেগায় মজুরিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রেগায় ১৭৭ টাকা মজুরি ছিল। সেই মজুরি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ছিল ১৭৭ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বেড়ে হয়েছিল ১৯২ টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে আরও বেড়ে হয়েছে ২০৫ টাকা। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের তুলনায় বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গ্রামের মানুষের কাছে অনেক বেশি অর্থ পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর দাবি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রেগায় গ্রামীণ মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছেছে ৩১১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। সেই তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বেড়ে ৪৪৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬৬০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে নভেম্বর পর্যন্ত ৫৫৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় ১২টি সম্ভাবনাময় ব্লকে রেগায় ১০০ দিনের বদলে বেড়ে ১১০ থেকে ১১২ দিন কাজ হয়ে যাবে। কাজের প্রবণতায় এমনটাই মনে করছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, রইশ্যাবাড়ি ব্লকে ৭৮.৬১ শতাংশ, ডুম্বুরনগর ব্লকে ৭৫.৮০ শতাংশ, ছাওমনু ব্লকে ৭৪.৭১ শতাংশ, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে ৬৯.৩৫ শতাংশ, করবুক ব্লকে ৬৫.০৮ শতাংশ, গঙ্গানগর ব্লকে ৬৪.৪৭ শতাংশ, অম্পি ব্লকে ৬৪.১৮ শতাংশ, শিলাছড়ি ব্লকে ৫৫.১৪ শতাংশ, তুলশিখর ব্লকে ৫০.৪১ শতাংশ, দশদা ব্লকে ৫৫.০১ শতাংশ, দামছড়া ব্লকে ৪৯.৫২ শতাংশ এবং রূপাইছড়ি ব্লকে ৪৮.৭৩ শতাংশ শ্রমদিবস চার মাস বাকি থাকতেই সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যজোনা

ত্রিপুরায় ৮২ু সুবিধাভোগী প্রকল্পের ই-কার্ড পেয়েছেন এবং ৭৫ হাজার সুবিধাভোগী চিকিৎসিত হয়েছেন

আগরতলা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় ত্রিপুরায় ৮২ু সুবিধাভোগী প্রকল্পের ই-কার্ড পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৫ হাজার সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ উদ্বোধন করেছিলেন। একই দিনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে এই যোজনার শুভ সূচনা করেছিলেন। আয়ুষ্মন ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় রাজ্যের সুবিধা লাভে উপযুক্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য পরিবার পিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস পরিষেবার সুবিধা রয়েছে। ত্রিপুরার প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের পরিষেবার জন্য ই-কার্ড রাজ্যের সমস্ত তালিকাভুক্ত হাসপাতাল অথবা কমন সার্ভিস সেন্টারগুলিতে করিয়ে নেওয়া যায়।

এর জন্য রাজ্যের নির্বাচিত পরিবারগুলোকে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি, রেশন কার্ড, আধারকার্ড এবং পূর্বের সচল (২০১৬ বা তার পর ইস্যু করা) আরএসবিওয়াই কার্ড দেখিয়ে এই প্রকল্পের ই-কার্ড ইস্যু করিয়ে নিতে হবে। এছাড়া, শিশুর জন্মের পর বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে এবং বিবাহ সূত্রে নতুন সদস্য পরিবারে যোগ হলে বিবাহ প্রমাণ পত্র দেখিয়ে প্রকল্পের ই-কার্ড ইস্যু করিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা ই-কার্ড ইস্যু করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর জানিয়েছে, ত্রিপুরায় ও বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন তালিকাভুক্ত হাসপাতালে প্রকল্পের সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে। এই প্রকল্পে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, লিঙ্গ অথবা বয়সের কোন সীমা নেই। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ৮৮টি সরকারি হাসপাতাল এবং ২টি বেসরকারি হাসপাতালকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সুবিধাভোগীরা ১৫৭৩টি চিকিৎসাজনিত এবং অস্ত্রোপচারজনিত প্যাকেজের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১৪৫৫৫ (ন্যাশনাল) / ১৮০০৩৪৫৩৭৯৭ (ত্রিপুরা) নম্বর-এ যে কোনও সময় যোগাযোগ করা যাবে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতর ৯ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এই প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরেছে। দফতর জানিয়েছে, প্রকল্পের শুরু থেকে ২০২০ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের তালিকাভুক্ত হাসপাতাল এবং কমন সার্ভিস সেন্টার থেকে ১১,৪৪, ৫৬১টি গোল্ডেন কার্ড বা ই-কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ৮২ু সুবিধাভোগী প্রকল্পের ই-কার্ড পেয়েছেন। ইতিমধ্যে ৭৫,৩০৫ জন সুবিধাভোগী এই প্রকল্পে চিকিৎসিত হয়েছেন এবং এর মধ্যে মটে ৩৩৮ জন বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পরিষেবা পেয়েছেন। দফতর জানিয়েছে, এই প্রকল্পে প্রায় ৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

এছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার বুনিয়াদি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। করোনার জন্য স্কুলগুলি বন্ধ রয়েছে। বিগত সরকারের সময় প্রি-প্রাইমারি স্কুল ছিলো ৯টি। বর্তমান সরকারের আমলে বেড়ে হয়েছে ৮৮টি। ৮৮টিতে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৩,১৩৫ জন। তাদের প্রত্যেককে ছবি আঁকার জন্য ৪০০ টাকা মূল্যের কিট বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। এতে শিক্ষা দপ্তরের মোট ব্যয় হবে ১২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। তিনি জানান, করোনার কারণে এখন মিড ডে মিল বন্ধ। গতমাস পর্যন্ত প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অক্টোবর মাস থেকে তাদের বাড়িতে চাল ও ডাল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এখন সব্জির সাথে মাশরুম দেওয়া হবে। এটা পাইলট প্রজেক্ট। রাজ্য সরকার এই প্রজেক্ট সর্বপ্রথমে উদয়পুরের জামজরি স্কুলে বাস্তবায়ন করবে। এই স্কুলে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৭১২ জন।

গন্ডাছড়ায় এসডিএমও-কে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিকট বামপন্থী যুব সংগঠন প্রতিনিধি মূলক ডেপুডেশন প্রদান করে। বৃহস্পতিবার ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং উপজাতি যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে চার দফা দাবির সমর্থনে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিকট স্মারকলিপি তুলে দেন। ডেপুডেশন কালে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ব দীপক দাস, বিশ্বরঞ্জন ত্রিপুরা, কশিরাম ত্রিপুরা, হরেন্দ্র ত্রিপুরা, ভদ্র মোহন ত্রিপুরা। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাদের দাবি গুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বাস দেন।

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ১২ নভেম্বর।। রাজ্যে পথ ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আমবাগান এলাকায় একটি বাইক ও গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে দু''জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।জানা গেছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি বাইককে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত বাইক চালক এবং আরোহীকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন গাড়িচালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গাড়িটি আটক করার জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু করেছে।এদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বটরশি বাজার এলাকায় বাইক এবং বাই সাইকেলের সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। জানা যায় একটি দ্রুতগামী বাইক একটি বাইসাইকেল কে ধাক্কা দেয়। তাতে দুজন গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার পর পর স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী এলাকায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। উদয়পুর থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী এলাকায় এসে একটি অটো গাড়ি চার চাকার লড়ির নিচে ঢুকে যায়। এমন সময় হোটেলে কিছু মানুষ থাকায় সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এসে অটো গাড়িটিকে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিমল চৌমুহী বাজার থেকে বহু মানুষ ছুটে এসে অটো গাড়িতে থাকা যাত্রীদের রক্তাক্ত অবস্থায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণ করে সুস্থ সমাজ গঠনে যুবসমাজকে খেলাধুলায় এগিয়ে আসার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : সুস্থ সমাজ গঠনে যুবসমাজকে খেলাধুলায় এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সুস্থ দেহই সুস্থ মানসিকতা গড়ে তুলে। আর সুস্থ মানসিকতা কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে। খেলাধুলার মাধ্যমে খুব সহজেই সুস্থ মানসিকতা অর্জন করা যায়। আজ বৃহস্পতিবার আগরতলা টাউন হল-এ জাতীয় স্কুল ক্রীড়া ও খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ বর্ষে রাজ্যের পদকপ্রাপ্ত খেয়োয়াড়দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে খ্যাতি, নাম ও যশ অর্জনের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনেরও সুযোগ রয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমেই নিজের রাজ্য ও দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের গর্ব পদ্মশ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের গর্ব পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারের নাম সারা বিশ্ব জানে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের নানা প্রান্তে অনেক ক্রীড়া প্রতিভা রয়েছে। তাদেরকে তুলে আনতে হবে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং ওটিপিসি-র মতো সংস্থাসমূহ রাজ্যের প্রতিভাবান খেয়োয়াড় প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত এবং আর্শিয়া দাসকে তাঁদের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন খেলাধুলায় যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পুরস্কার চালু করা হয়েছে। পুরস্কারের অর্থরাশিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি জেলা, মহকুমা প্রভৃতি স্তরের শ্রেষ্ঠ বা খ্যাতনামা খেলোয়াড়দেরও মঞ্চে সম্মান জানানোর জন্য উদ্যোগ নিতে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই উদ্যোগে যুবসমাজ খেলাধুলার প্রতি আরও বেশি উৎসাহ পাবে। একমাত্র খেলাধুলাই যুবসমাজকে নেশার আসক্তি থেকে দূরে সরিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের ক্লাবগুলিকে খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রদান করেছে। ক্লাবগুলি সঠিকভাবে এগিয়ে এলে খেলাধুলার দিক দিয়ে রাজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাঁর কথায়, করোনা অতিমারির মধ্যেও ক্রীড়া, শিক্ষা, পরিকাঠামো, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অগ্রগতির পথে ধাবিত হচ্ছে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনমুখী সরকার কাজ করে চলেছে। সেই বিচার ধারাকে পাথেয় করে ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যের সার্বিক বিকাশে উদ্যোগী। তার মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নও অন্যতম। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র রাজ্যবাসীকে আসন্ন দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ স্কুল স্পোর্টস ও খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস জাতীয় প্রতিযোগিতায় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ বর্ষে রাজ্যের পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের পুরস্কারস্বরূপ স্মারক ও চেক তুলে দেন। ব্যক্তিগত বিভাগে স্বর্ণপদকজয়ী খেলোয়াড়রা ১০ হাজার টাকা এবং দলগত বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ীরা ৫ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। ব্যক্তিগত রৌপ্য পদকজয়ী খেলোয়াড়রা ৭ হাজার টাকা এবং দলগত বিভাগে রৌপ্যজয়ীরা সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের ৪ হাজার টাকা এবং দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পশ্চিম জেলায় দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকার বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন ২০০5 অনুসারে ইতিমধ্যেই কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে পশ্চিম জেলায় কালীপূজা বা দীপাবলি উৎসব উদযাপনের জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করেছেন।

জেলাশাসক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, ভীড় এড়াতে পূজা মণ্ডপগুলি বা প্যাণ্ডেলগুলি খোলামেলা রাখতে হবে। দর্শনার্থী, স্বেচ্ছাসেবক, অতিথি, আয়োজকদের অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। পূজা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত মাস্ক-র ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজা মণ্ডপের সামনে একসঙ্গে পাঁচ জনের বেশী জমায়েত হতে পারবেন না। সবাইকে দো গজ কি দূরি বা ৬ ফিট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্যাণ্ডেলের সামনে থার্মাল স্ক্রিনিং, সেনিটাইজার ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি কোন দর্শনার্থীর হাই টেমপারেচার পাওয়া যায় তবে দ্রত স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। প্রসাদ এবং গণভোজনের ব্যবস্থা করা যাবে না। পূজা অনুষ্ঠান সাধারণভাবে পালন করতে হবে। পূজার দিন প্যাণ্ডেলে কমপক্ষে তিন বার সেনিটাইজড করতে হবে। পূজা সংগঠকগণ মণ্ডপে মূর্তি আনা এবং বিশর্জনের সময় কোন শোভাযাত্রা বের করতে পারবেননা। কেউ জোর করে চাঁদা আদায় করতে পারবেননা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখ এবং নাক ঢাকার জন্য পূজা উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। পূজা মণ্ডপে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজার সময়ে এবং পূজার পরে কোনও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবেনা। জেলাশাসকের আদেশে বলা হয়েছে পূজা উদ্যোগক্তাগণ চমকপ্রদ লাইটিং করতে পারবেননা, পূজা করার জন্য রাস্তা আটকাতে পারবেননা। রাত ১০ টা থেকে পারদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত স্বরবর্ধক যন্ত্র, সাউণ্ড ব' বাজানো যাবেনা এবং হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মাইকের শব্দ ৯০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকতে হবে। বারোয়াড়ি পূজার কালী মূর্তি ৫ ফুটের বেশী হতে পারবেনা। দীপাবলি উৎসবে বাজী পুড়ানো এড়িয়ে যাওয়া উচিত। পুড়ালে রাত ৮টা থেকে ১০ টার মধ্যে বাজী পুড়াতে হবে। ঘরোয়া পরিবেশে কালীপূজা করলে আমন্ত্রিত ১৫ থেকে ২০ জনের মধ্যে থাকতে হবে। অবশ্যই মাস্ক পড়তে হবে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রতিমা বিশর্জন অবশ্যই ১৫ নভেম্বরের মধ্যে করতে হবে। প্রতিমা নির'নে সর্বোচ্চ ২০ জন অংশ নিতে পারবেন। জেলাশাসকের আদেশে বলা হয়েছে নির্দেশিকা অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লেফুঙ্গায় হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। সিধাই এর তুফানিয়া লঙ্গা চা বাগান এলাকায় তাপস দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরো তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে তোরা হল শেখর তাঁতি প্রীতম তাঁতি ও সুরজিৎ তাঁতি।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২৬ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগান এলাকায় বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ওই তিন যুবক তাপস দাস নামে ওই ব্যক্তিকে মারধর করে। তাতে তাপস দাস নামে ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ নভেম্বর

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহারাজগঞ্জ বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী এবং পটকাবাজি বিরোধী অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা। অভিযানকালে মহারাজগঞ্জ বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যাগ এবং বিকট আওয়াজে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এছাড়া ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে যারা মাস্ক ব্যবহার করছেন না তাদের আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে যাঁরা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করছেন এবং বিকট আওয়াজে শব্দবাজি বিক্রির জন্য মজুদ রেখেছেন তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সদর মহকুমার শাসক অসীম সাহা জানান রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং বাজারের ব্যবসায়ীরা যাতে সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলেন সে উদ্দেশ্যেই এ ধরনের অভিযান বলে তিনি জানিয়েছেন।সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা আরো জানান প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার অনেক আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীসহ সকল স্তরের জনগণকে বারবার সচেতন করা হয়েছে।কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের নির্দেশ অমান্য করে ব্যাপক হারে প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার ধনতেরস উপলক্ষ্যে আগরতলা শ্যামসুন্দর জুয়েলাস কোং এক শোরুমে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।